প্রথম সংস্করণ—মাঘ, ১৩৪৪

দ্বিতীয় সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে

শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নাটকখানি মৌলিক নয়। পঞ্চাশ বছর আগেকার লেখা একখানি বিদেশী নাটক থেকে আমি এর উপাদান নিয়েচি। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে ইউরোপে যে-নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছিল, বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়েও তা বাংলা-রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়ে আধুনিক বলে আদর পাচ্ছে! তার কারণ হয়ত এই যে, এ নাটকের বিষয়বস্তু আজও পুরাণো হয়ে যায়নি। স্বামী-স্ত্রীর মনের মিল-অমিল অতীতেও ছিল, বর্ত্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এই দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে এর মাঝে আধুনিকতার সন্ধান কিছু পাওয়া যাবে।

কিন্তু আধুনিক নর-নারীর মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে যাঁরা বিচার করে দেখবেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন নাটকখানি পুরো আধুনিক নয়—আধুনিক লক্ষণযুক্ত মাত্র। আমার মনে হয় সেই কারণেই নাটকখানি জনপ্রিয় হতে পেরেচে। এই ব্যাপার থেকেই জাতির প্রগতির পরিমাপ কতকটা পাওয়া যায়! ও-দেশে মানব-জীবনের নানা জটিল সমস্যা নাট্য-সাহিত্যে স্থান পেয়েচে। আমরা চোখ বুজে সব সমস্যাকেই এড়িয়ে চলি। তাই নাটকে আমরা চাই নানা আজগুবি ব্যাপার, নিরর্থক হাসি-কান্না, অহেতুক আস্ফালন, অনাবশ্যক নাচ-গানের জলসা। ফলে নাটক আর থিয়েটার আধুনিকও হতে পারচে না, জাতির জীবনেও নিজের স্থান করে নিতে পারচে না।

শক্তিমান নট শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাটকখানি অভিনয়ের জন্য মনোনীত করেন। তাঁর পরিচালনা, সু-অভিনেতা সন্তোষ সিংহের সহায়তা এবং সম্প্রদায়ের সকলের সহযোগিতা নাটকের

রূপ ও অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করেচে। একটি সম্প্রদায়ের অকুণ্ঠিত সহয়োগ এর আগে এর চেয়ে বেশি করে আমি কোথাও পাইনি। দুর্গাদাসের দাবি অনুসারে আমি শেষ অঙ্কটি রচনা করিচি এবং আরো কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করিচি।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস (নান্টুবাবু) এর দৃশ্যপট পরিকল্পনা করেচেন। তাঁর সুরুচির ও কলাজ্ঞানের সুখ্যাতি সকলের মুখেই শোনা যাচ্ছে।

শ্রীপ্রণব রায়ের সঙ্গীত রচনা যেমন সুন্দর হয়েচে, তেম্নি সুন্দর হয়েচে শ্রীতুলসী লাহিড়ীর দেওয়া সুর। দুজনাই আমার অনুজোপম। দু'জনারই সুখ্যাতি আমাকে আনন্দ দান করচে।

৮৪।১।২ গ্রে ষ্ট্রীট
কলিকাতা

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

শক্তিমান নট ও সুদক্ষ পরিচালক

শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রীতিভাজনেষু—

পাত্র-পাত্রী

পুরুষ

মিঃ দাস—রিটায়ার্ড সিবিলিয়ান
ললিত—ঐ জামাতা (লিলির স্বামী)
মোহন—ধনীর তুলাল
কয়লার খনির কর্ম্মচারীগণ, কুলি-কামিন,
সর্দ্দার প্রভৃতি ।

স্ত্রী

মিসেস্ দাস—মিঃ দাসের স্ত্রী
লিলি—ঐ কন্যা
মিনতি—লিলির মাসতুতো বোন
শান্তা—লিলির বন্ধু
পার্ব্বতী—শান্তার বন্ধু
পরিচারিকা ।

স্বামী-স্ত্রী

আধুনিক আসবাব-পত্রে সজ্জিত একখানি ঘর। মেঝেয় পুরু কার্পেট, দেয়ালে দামী ছবি। পিছনের দিকে দুটি দরজা। ডাইনের দরজা দিয়া বারান্দার একটা অংশ, বারান্দায় উঠিবার সিঁড়ি এবং বাগানের গোটা কত গাছ দেখা যাইতেছে। বাঁয়ের দরজায় পর্দা ঝুলিতেছে। দু'পাশেও দুটি দরজা—দুটিই পর্দা দেওয়া। মঞ্চের পুরোভাগে বাঁ-দিক ঘেঁসিয়া একখানি কৌচে বসিয়া মিঃ দাস খবরের কাগজ পড়িতেছেন। পাশে টিপয়ের ওপর আরো কাগজ রহিয়াছে। মিঃ দাসের বয়স ষাট উত্তীর্ণ হইয়াছে। মাথার সব চুল পাকিয়া গিয়াছে। মুখে দাঁড়ি-গোঁফ রহিয়াছে, ফ্রেঞ্চ-কাট। তিনি একটি ড্রেসিং গাউন পড়িয়া আছেন। মঞ্চের পুরোভাগেই ডান দিক ঘেঁসিয়া আর একখানি কৌচে মিনতি বসিয়া আছে। তাহার হাতে একখানা বই। ছিপ্-ছিপে চেহারা, রিম্‌লেস পাঁস-নে, পরণে ঢাকাই নীলাম্বরী, হাতাবিহীন ব্লাউজ। মঞ্চের মাঝখানে একখানি ইজিচেয়ারে মিসেস দাস বসিয়া গলাবন্ধ বুনিতেছেন।

কাগজ হইতে মিসেস দাসের দিকে দৃষ্টি ঘুরাইয়া

মিঃ দাস। কালকের টেম্পারেচার কত ছিল জান, রমা?

মিসেস দাস। আমি ও-সব দেখিনে।

মিঃ দাস। ওয়েদার রিপোর্ট ভ্যাখা ভালো। সতর্ক হওয়া যায়। সাবধানে থাকা যায়। নইলে (দু-তিনবার শব্দ করিয়া কাসিলেন) এই রকম ভুগতে হয়।

মিসেস দাস। তুমি ত সাবধানে থাকবেনা!

মিঃ দাস। আবার কি সাবধানে থাকব?

মিসেস দাস। গলাটা খালি রেখে রোজ তুমি বিকেলে বাগানে বোসে থাক কেন?

মিঃ দাস। কি করি বল, তোমার ওই কমফার্টার তৈরী হতে শীত যে কেটে যাবে।

মিসেস দাস। চিরকাল যেন আমারই তৈরী কম্‌ফার্টার তোমাকে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচিয়েচে!

মিঃ দাস। চিরকাল তোমারই দেওয়া কমফার্ট আমার কাম্য হয়ে রয়েচে, রমা।

মিসেস দাস। বুড়ো বয়েসেও কাব্যে কথা বলবার সখ! মিনি রয়েচে না!

মিনতি। (উঠিয়া) আপনার ওষুধটা এনে দোব, মেসোমশাই?

মিঃ দাস। না, না, ওষুধে কাজ নেই। তোমার মাসীমা কমফার্টার তৈরী করচেন, তাই দেখেই আমার কাসি সেরে যাবে।

আবার কাসিতে লাগিলেন

মিসেস দাস। ওঁর কথা শুনোনা মিনি, তুমি ওষুধ এনে দাও।

মিঃ দাস। হুকুম ত করচ, কিন্তু জান যে ও-ওষুধটা খেতে হয় ব্রেকফাষ্টের পরে?

মিসেস দাস। মিনি, দ্যাখ্ তো মা, ব্রেকফাষ্ট তৈরী কি না।

মিনতি পেছনের বাঁ-দিককার দরজার পর্দা ঠেলিয়া চলিয়া গেল।

মিঃ দাস। লিলি না ফিবলে ত ব্রেকফাষ্টে বসা যাবেনা।

মিসেস দাস। লিলির ফেরবার সময় হয়েচে।

মিঃ দাস। লিলি আমার ছেলে নয় মেয়ে। কিন্তু ঘোড়ায চড়তে শিখেচে আমাবই মত। জান ত, আমার মত ঘোড়সওযার তথন বেশি ছিলনা। বিলেতেও আমি ঘোড়ায় চড়ে খ্যাতি পেয়েছিলুম।

মিসেস দাস। তোমার বিলেতেই বাড়ী করা উচিত ছিল।

মিঃ দাস। করতুমও তাই।

মিসেস দাস। কেন কবলে না ?

মিঃ দাস। তুমি যেতে রাজী হলেনা বলে।

মিসেস দাস। আমার বাবাকে আমি ব্যথা দিতে পারলুম না। তিনি ছিলেন খাঁটি হিন্দু। অনাচার সইতে পারতেন না।

মিঃ দাস। তাই বুঝি বেছে এই সদাচারী লোকটিকেই জামাই করলেন ?

মিসেস দাস। আহা! আচার-অনাচার বোঝবার বয়েস তখন তোমার ছিল কি না!

মিঃ দাস উঠিয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে বলিলেন

মিঃ দাস। সত্যি! এত ছেলেবেলায আমাদের বিয়ে হয়েছিল!

মিসেস দাসের ইজিচেয়ারের পাশে একখানা চেয়ার টানিয়া বসিলেন। মিসেস দাসের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন

কতদিন আগে আমাদের বিযে হয়েছিল, রমা ?

মিসেস দাস। তখন তোমার বয়েস ষোল আর আমার দশ।

মিঃ দাস। এর মাঝে একটি দিনেও কিন্তু আমরা ঝগড়া করিনি।

মিসেস দাস। আফশোষ থাকে আজ থেকে স্থুরু করে দাও।

মিঃ দাস। হাঁ, লিলি জানুক, ললিত বুঝুক বিবাহিত জীবন কেমন করে কাটাতে হয়!

মিসেস দাস। মেয়েকে যা তুমি তৈরী করেচ!

মিঃ দাস। ছেলে থাকলে তাকেই এই রকম গড়ে তুলতুম।

মিসেস দাস। কিন্তু এতটা কি ভালো?

মিঃ দাস। মন্দ কি দেখলে?

মিসেস দাস। এই ঘোড়ায় চড়া, এয়ারোপ্লেনে ওড়া…

মিঃ দাস। কি যে বল! লিলি আমার মেয়ে, আমারই মতো হবে না?

মিসেস দাস। কিন্তু তার বিয়ে হয়েচে, স্বামীর মতামত রয়েচে।

মিঃ দাস। কেন, ললিত কিছু বলেচে নাকি?

মিসেস দাস। বলতেও ত পারে।

মিঃ দাস। বলুক না। বল্লে শুনিয়ে দোব না!

মিসেস দাস। কি শোনাবে?

মিঃ দাস। আমার মেয়ে আমারই মেয়ে জেনে সে বিয়ে করেছিল। আমার মেয়ে ঘোড়ায় চড়বে, মোটর হাঁকাবে, আকাশে উড়বে, রাইফেল ছুঁড়বে…

বাইরে ইংরেজি স্থরের গান শোনা গেল

ওই লিলি আসচে।

স্বামী-স্ত্রী

রাইডিং ব্রিচেস পরা লিলি প্রবেশ করিল, হাতে হুইপ। বয়েস সতেরো-আঠারো।

লিলি। গুড্ মর্ণিং ড্যাড।

মিঃ দাস। গুড্ মর্ণিং ডার্লিং।

লিলি। গুড্ মর্ণিং মা।

মিসেস দাস। গুড্ মর্ণিং লিলি।

ললিত একখানি খবরের কাগজ দেখিতে দেখিতে নিঃশব্দে আসিয়া ডান দিকের কৌচে বসিল। বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশ।

লিলি। য়্যাম আই ভেরি লেট ফাদার ?

মিসেস দাস। আমরা ব্রেকফাষ্টে বসতে পারচি না।

লিলি। সরি মাদার ডিয়ার। ঘোড়াটা হঠাৎ ক্ষেপে উঠেছিল।

মিঃ দাস। ফেলে দেয়নি ত তোমাকে !

লিলি। চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি।

ললিত। তেমন চেষ্টা করলে হয়ত পারত।

লিলি। লাগাম শুধু ধরতে নয় কষতেও আমি জানি।

মিঃ দাস। মাই ব্রেভ গার্ল !

লিলি। এক্সকিউজ মি। আই উইল জয়েন ইউ ইন এ মোমেন্ট।

পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

মিঃ দাস। ললিত।

ললিত। আজ্ঞে, বলুন।

মিঃ দাস। আজ্ঞে!

ললিত। আজ্ঞে হাঁ, বলুন।

মিঃ দাস। দ্যাখ, ও-সব আজ্ঞে-আসুন বোষ্টমীভাব এ-বাড়ীতে চলবে না।

ললিত। আমাদের যে ওই-ই অভ্যেস।

মিঃ দাস। সে-অভ্যেস ছাড়তে হবে। মনে রাখতে হবে তুমি মিঃ দাস, রিটায়ার্ড সিবিলিয়ানের একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করেচ।

ললিত। আজ্ঞে সে-কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যেও আমি ভুলি না। লিলি আমায় ভুলতে দেয়না।

মিঃ দাস। হাঁ, তা ভুলো না। কিন্তু একটি জিনিষ তোমায় ভুলতে হবে।

ললিত কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিল

তোমাকে ভুলতে হবে যে তুমি গরীবের ঘরে জন্মেছিলে। তোমাকে ভুলতে হবে তোমার পরিবারের তোমার সমাজের সেকেলে সব আদব-কায়দা। আমাদের মেয়ে বিয়ে করেচ বলে আমাদের পায়ের ধূলো তোমাকে নিতে হবে না, আমাদের সঙ্গে তোমাকে কিন্তু হয়েও কথা কইতে হবে না। আমরা তোমাকে বন্ধু বলেই গ্রহণ করেচি, তুমিও আমাদের বন্ধু বলেই জেনো। উই আর অল্ ফ্রেণ্ডস্ হিয়ার। বুঝলে?

ললিত। আজ্ঞে হাঁ।

মিঃ দাস। আবার! আবার ওই সেকেলে···

কথা শেষ না করিয়া কাসিতে লাগিলেন

মিসেস দাস। ভ্যাখ ললিত।

ললিত। আজ্ঞে বলুন।

মিসেস দাস। এ বাড়ীতে ওঁর অমতে যেমন কোনো কাজ করা চলে না, তেম্নি উনি যা পছন্দ করেন না, তাও কারু বলা শোভা পায় না।

মিঃ দাস। কেউ কখনো তা করেনি, কেউ কখনো তা বলেওনি।

মিসেস দাস। আশা করি তুমিও তা করবেনা।

ললিত দু'জনার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া আবার কাগজে মন দিল।

মিঃ দাস। আমরা কারু ওপর হুকুম চালাতে চাইনা। উই ওয়াণ্ট টু মেনটেন এ ডিসিপ্লন।

ললিত। ডিসিপ্লিন!

মিঃ দাস। হাঁ, জাত হিসেবে আমরা যত বেশি ডিসিপ্লিন্‌ড্‌ হব, তত শিগ্‌গীর আমরা উন্নতি করতে পারব।

মিনতি প্রবেশ করিল। তাহার সঙ্গে দুইটি তরুণী

মিনতি। মাসীমা! এই ভ্যাখ কে এসেচে।

মিসেস দাস। কে! শান্তা না?

শান্তা। চিন্তে ত পারলেন না দিদিমা!

মিসেস দাস। ওমা! তাই নাকি! (উঠিয়া) এস ভাই এস, বোস। এ মেয়েটি কে?

শান্তা। আমার এক বন্ধু, নাম পার্ব্বতী।

মিঃ দাস। কী নাম বল্লে ?

শান্তা। পার্ব্বতী।

মিঃ দাস। পার্ব্বতী !

শান্তা। হাঁ, দাদা মশাই।

মিঃ দাস। আঃ ও-ব সেকেলে নাম আর কেন ? নামটা বদলে দাও।

শান্তা। ওর বাবাকে আপনি জানেন, পাটনার মহেন্দ্র বাবু।

মিঃ দাস। আরে আমাদের মহেন্দরের মেয়ে ! বোস, বোস। মহেন্দরকে মনে আছে রমা ?

মিসেস দাস। মনে পড়চে না ত।

মিঃ দাস। সেই ডেপুটি-হাকিম গো ! পাটনায় ছিল, আরায় ছিল।

মিসেস দাস। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েচে।

মিঃ দাস। পড়বেইত। তার পরিচয় ছিল পূজোরী হাকিম। সকাল-সন্ধ্যেয় ঘরে খিল দিয়ে শিব-পূজো করত।

পার্ব্বতী। এখনও তাই করেন।

মিঃ দাস। বেচারা ভাবচে কালস্রোতের গতি রোধ করবে ! আমি বলচি শান্তা, সে তা পারবেনা—আর পারেওনি।

মিসেস দাস। তোমার সঙ্গে দেখা হয়েচে নাকি ?

মিঃ দাস। না।

মিসেস দাস। তবে কি করে জানলে যে পারেনি।

মিঃ দাস। এই তার মেয়েকে দেখে। পূজোরী-হাকিম মহেন্দরের

মেয়ে হিল-তোলা জুতো পরেচে, শাড়ীকে হবল-স্কার্ট করে তুলেচে, গায়ে একটা স্কার্ফ জড়িয়েচে ; দেখচনা !

পার্ব্বতী। কিন্তু আমার বাবা অন্তরে অন্তরে খাঁটি স্বদেশী। আর আমিও তাই !

মিঃ দাস। তুমিও তাই !

পার্ব্বতী। আমার বাইরের এই বেশ দেখে বিচার করলে ভুল কববেন।

মিঃ দাস। আশা করি এটা তোমার অন্তরের কথা ?

পার্ব্বতী। তা বিশ্বাস করতে পারেন।

মিঃ দাস। তা হলে সত্যি কথা বলতে কি তুমি অন্তরেও যা বাইরেও তা, অর্থাৎ একেবারে ও-দেশী।

মিসেস দাস। কেন ওকে ওসব কথা বলচ, বলত ?

শান্তা। পার্ব্বতী চমৎকার গান গাইতে পারে, দিদিমা।

মিসেস দাস। তাই নাকি ! আমাদের একখানা শোনাবে, মা ?

শান্তা। লিলিকে শোনাবো বলেইত ওকে নিয়ে এসেচি। লিলি কোথায় ?

মিসেস দাস। লিলি এখুনি আসবে।

শান্তা। দিদিমাকে একখানা গান শোনাবি ভাই পার্ব্বতী ?

পার্ব্বতী। তোমার দাদামশাই যদি তাও সেকেলে বলেন ?

মিসেস দাস। ওঁর কথা ছেড়ে দাও। উনি ওই রকমই বলেন।

মিঃ দাস। হাঁ, মা, আমি চিরদিনই ওই রকমের। আমার মনেও যা, মুখেও তাই। আমি বিশ্বাস করি কালস্রোতকে প্রতিরোধ করা

যায়না। তাই আমি স্রোতের অনুকূলে এগিয়েই যেতে চাই। আমি বিশ্বাস করি সেকেলে জীবনযাপন একালে সম্ভবপর নয়, তাই সবরকমেই আমি একেলে হতে চাই।

মিসেস দাস। দেখচ, তোমার বক্তৃতার রোগ আজও রয়েচে।

মিঃ দাস। বক্তৃতা নয়, রমা। আমি খোলসা সব কথা বলতে ভালবাসি। ঝিঙ্গে ভেজে তাকে পটোল বলে পরিবেশন করতে আমি নারাজ।

শান্তা। ঝিঙ্গেকে পটোল বলে চালাতে কে চায়, দাদামশাই ?

মিঃ দাস। অনেকেই চায, দিদি, অনেকেই চায় !

মিনতি হাসিয়া চলিয়া গেল।

মিসেস দাস। ও ছেলেমানুষ, অত সব কি বোঝে ? তুমি মা আমাদেরও একটা গান শোনাও।

পার্ব্বতী। শান্তা, আমি যে বাজিয়ে গাইতে পারিনা, ভাই।

মিসেস দাস। তার জন্য ভাবচ কেন ? ললিত !

ললিত। আজ্ঞে !

মিঃ দাস পায়চারি করিতেছিলেন। দ্রুত তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। শান্তা উঠিয়া ললিতের কাছে গিয়া নমস্কার করিল।

শান্তা। আসুন ললিতবাবু, আমার বন্ধুকে একটু সাহায্য করবেন।

ললিত উঠিয়া দাঁড়াইল

ললিত। তবু ভালো চিন্তে পারলেন।

শান্তা। অনেকদিন আগেই চিনেচি—আপনি কি রত্ন। আসুন।

ললিত ঘরের অপর দিকে গিয়া পিয়ানোয় বসিল।

পার্ব্বতী। ওর দরকার নেই। আমি একখানা কীর্ত্তন গাইব।

মিঃ দাস। কেত্তন!

মিসেস দাস। তাই গাও মা, আমার বাবাও গাইতেন, ছেলেবেলায় শুনতুম।

মিঃ দাস কোন কথা না বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। পার্ব্বতী কীর্ত্তন সুরু করিল।

পার্ব্বতীর গান—কীর্ত্তন

(যবে) যমুনার কুলে চাঁদ উঠেছিল, হেরেছিনু সখি তারে
(তার) নামটি জানিনা, তবুও সরমে শুধাতে পারিনা কারে
(তার নাম জানিনা) (সেই রূপ কিশোরের)
(সেই তো আমার জীবন মরণ, এই ছাড়া আর নাম জানিনা)
তার এমনি রূপের মায়া,
বুঝিতে পারিনি কে যে চাঁদ আর কেবা সে চাঁদের ছায়া।
(তার) বেনু রবে যদি বনের হরিণী আপনি হয় অধীর,
(তার) গৃহ-কোণে মোর মনের-হরিণী কেমনে রহিবে থির?
(সে যে ছুটে যেতে চায়) (গৃহ পিঞ্জর টুটে)
(তটিনী যেমন সাগরে মিশায়, তেমনি করেই ছুটে যেতে চায়)
সখি, মনে মনে যারে চাই,

(সে) নয়ন হইতে জানিনা কখন হৃদয়ে নিয়েছে ঠাঁই।

(সেই) নীল তনু স্মরি' রাঙা বাস মোর—

হ'য়েছে নীলাম্বরী,

(মোর) মধুর প্রণয় ফুল হয়ে ঝরে যেন মধু মঞ্জরী।

(ঝরে' পড়ে গো) (আমার প্রেমের মধু মঞ্জরী—

(দূর হ'তে সেই চরণতলে প্রণাম হয়ে)

কীর্ত্তন শেষ হইয়া গেল। সকলে চুপ করিয়া রহিল। মিঃ দাস প্রবেশ করিলেন।

মিঃ দাস। বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিলুম, মা। চমৎকার গাইলে। বেশ লাগল।

পার্ব্বতী। সেকেলে গান, মনে রাখবেন কিন্তু।

মিঃ দাস। ভুল করলে মা! এসব কালের গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখা চলেনা— A thing of beauty is joy for ever!

লিলি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ফিরিয়া আসিল। বাসন্তী রংয়ের শাড়ী, লাল ব্লাউজ, পায়ে শ্লিপার।

লিলি। আই য়্যাম রেডি ফাদার।

মিঃ দাস। ইউ লুক স্‌প্লেনডিড্ ইন স্যেফরন।

লিলি। ডু আই ড্যাড?

একখানা চেয়ারে বসিল।

মিঃ দাস। ডাজ্‌নট সি, মাদার?

মিসেস দাস। বলতে নেই, কিন্তু সত্যি সুন্দর মানিয়েচে!

মিঃ দাস। Let us have the opinion of a more competent judge. ললিত তুমিই বল। এ ব্যাপারে তোমারই মতের দাম বেশী।

ললিত। আমি নীল রংই বেশী পছন্দ করি।

লিলি। মিনি-দি নীলাম্বরী পরে বলেই বোধ হয়?

ললিত। না, আকাশ নীল বলে; সাগর নীল বলে।

মিনতি প্রবেশ করিল। তাহার নীল শাড়ী দেখিয়া লিলি কহিল

লিলি। I hate blue!

শান্তা। লিলি, এই আমার বন্ধু পার্ব্বতী।

লিলি। উনিই বুঝি গান গাইছিলেন।

শান্তা। তোমাকে গান শোনাব বলেই ওকে এনেচি।

লিলি। ও-ঘর থেকেই শুনলুম। বেশ গাইলেন।

পার্ব্বতী। সবে শিখচি।

মিনি। ব্রেকফাষ্ট তৈরি মাসিমা।

মিঃ দাস। Come darling, ব্রেকফাষ্টে বসে আমরা গানের আলোচনা করব।

মিসেস দাস। তোমরাও চল, শান্তা।

লিলি। মিনিদি, তুমি এঁদের নিয়ে যাও। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

মিনতি। এস, শান্তা।

শান্তা। চল, মিনিদি।

তাহারা চলিয়া গেল।

মিঃ দাস। চলগো! আমরাও এগিয়ে পড়ি।

মিসেস দাস। উত্তুরে হাওয়ায় ও-ঘরটা বড় ঠাণ্ডা থাকে। এইটে গলায় জড়িয়ে নাও।

মিঃ দাসের গলায় একটা স্কাফ´ জড়াইয়া দিলেন।

মিঃ দাস। তোমরা হাতের মতই নরম আর গরম।

মিসেস দাস। আঃ! মেয়ে-জামাই রয়েছে না!

মিঃ দাস। Never mind! We are all friends here! সকলে সবাইকে সব কথা বলতে পারে।

কাসিতে কাসিতে মিসেস দাসের বাহু অবলম্বন করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। লিলি ললিতের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

লিলি। চল, ব্রেকফাষ্টে যাবে না?

ললিত। ক্ষিদে নেই।

লিলি কৌচে তাহার পাশে বসিল।

লিলি। আমাকে ক্ষমা কর।

ললিত। তোমার অপরাধ?

লিলি। মিনি-দির নীলাম্বরীর কথা বলেছিলুম বলে তুমি রাগ কোরো না।

ললিত। মিনিকে নীলাম্বরী বেশ মানায়।

লিলি। কোন কিছু ভেবে আমি সে-কথা বলিনি।

ললিত। তবে বল্লে কেন?

লিলি। নীল রং সত্যিই আমার ভালো লাগে না।

ললিত। এক দিন লাগবে।

লিলি। কবে ?

ললিত। চুল যে-দিন সাদা হবে, দৃষ্টি হবে ঘোলাটে।

লিলি। আমি কোন দিন তেমন বুড়ো হব না। দেখো তুমি !

ললিত লিলিকে কাছে টানিয়া লইল

ললিত। আমারও কামনা চির-যৌবনাই তুমি থাক।

লিলি। তোমার ত আমাকে একটুও ভালো লাগে না।

লিলি নিজেকে মুক্ত করিয়া সরিয়া বসিল।

ললিত। কি করে জানলে ?

লিলি। তোমার মুখ দেখে।

ললিত। তুমি আমার দিদির চিঠির কথা ভুলে যাচ্ছ।

কাগজ তুলিয়া লইল।

লিলি। ভুলিনি ত !

ললিত। কি ঠিক করেচ ?

লিলি। আমি যেতে পারব না।

ললিত। দু'দিনের জন্যেও না ?

লিলি। না।

উঠিয়া মিসেস দাস যে চেয়ারে বসিয়াছিলেন, সেই চেয়ারে গিয়া বসিল। ললিত কাগজ রাখিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর উঠিয়া তাহার সামনে গিয়া দাঁড়াইল।

ললিত। তুমি কেন যেতে পারবে না ?

লিলি। যেতে পারব না, এইটুকু কি যথেষ্ট নয় ?

ললিত। আমি যদি তোমার স্বামী না হতুম, তাহলে ওইটুকুই যথেষ্ট হোতো।

লিলি। স্বামী হয়েচ বলে সব কথাই তোমাকে বলতে হবে ?

ললিত। বলা উচিত।

লিলি। তাহলে তোমারও ত সব কথা আমাকে বলা উচিত ?

ললিত। নিশ্চয়।

লিলি। বেশ, তাহলে বল। কেন আমাকে তোমার দিদির বাড়ী যেতে হবে ?

ললিত। আমার দিদি যেতে লিখেচেন বলে।

লিলি। তোমার দিদি লিখেচেন, তুমি যাও। আমি কেন যাব ?

ললিত। তোমাকেই নিয়ে যেতে লিখেচেন যে !

লিলি। তিনি তোমার দিদি, কিন্তু আমার কে, যে আমাকেও তিনি হুকুম করবেন ?

ললিত। হুকুম করেন নি, স্নেহের দাবি জানিয়েচেন।

লিলি। তাই আমার কোন দাবীই আর টিঁকবে না। না ?

ললিত। কেন এমন করচ বলত ?

লিলি। তোমরা আমার মতামতের এতটুকুও মূল্য দাও না বলে।

দ্রুত উঠিয়া ঘরের বাঁ পাশের দরজার পর্দ্দা ধরিয়া দাঁড়াইল। পেছন দিকের বাঁ পাশের দরজায় মিনতি আসিয়া দাঁড়াইল।

মিনতি। মেসোমশাই তোমাদের জন্যে বসে রয়েচেন, লিলি।

লিলি দ্রুত ঘাড় বাঁকাইয়া মিনতির দিকে চাহিল। তারপর ললিতের দিকে, তারপর পর্দ্দা সরাইয়া চলিয়া গেল।

ললিত। মিনতি!

মিনতি আগাইয়া আসিল

মিনতি। লিলিকে ফের বুঝি চটিয়েচ ?

ললিত। লিলির কথা থাক। আমার কথাই শোন।

মিনতি। বল।

ললিত। বোস আগে।

মিনতি কৌচে বসিল—

মিনতি। বল এবার।

ললিত তাহার পাশে বসিল

ললিত। কাউকে বলবেনা, বল।

মিনতি। কাউকে বলতে পারব না, এমন কোন কথা যদি থাকে, তাহলে আমাকে তা বোলো না।

ললিত। কেন ?

মিনতি। যদি গোপন রাখতে না পারি ?

ললিত। আমার জীবনের অনেক গোপন কথা তোমাকে বলিচি, মিনতি।

মিনতির হাত ধরিল।

মিনতি। এ আবার কি!

মিনতি হাত ছাড়াইয়া লইয়া সরিয়া বসিল

ললিত। এই ত প্রথম নয়।

ললিত তাহার দিকে সরিয়া বসিল

মিনতি। আগেকার সে-সব কথা ভুলে যাও।

ললিত। কেন?

মিনতি। তুমি এখন বিবাহিত।

ললিত। না, বিয়ে আমার হয়নি!

মিনতি। তাই নাকি!

ললিত। হেসে উড়িযে দিও না মিনতি। তুমি বুদ্ধিমতী, তীক্ষ্ণ তোমার দৃষ্টি। তুমি নিশ্চয় বুঝেছ, নিশ্চয়ই ধরতে পেরেচ যে, লিলিতে আমাতে সত্যিকারের মিলন আজও হয়নি।

মিনতি। এই লিলিকেই কি তুমি চাওনি?

ললিত। যাকে চেয়েছিলুম তাকে পাইনি।

মিনতি। পেয়েও যারা হারায়, তারা দুর্ভাগা।

ললিত। দুর্ভাগারাই চায় সান্ত্বনা। তোমার কাছে তা-ই আমি চাই মিনতি।

মিনতি। আমার সাধ্য কি যে তোমায় দোব সান্ত্বনা!।

মিনতি উঠিয়া দাঁড়াইল

ললিত। বোস।

মিনতি। না, আর বোসব না।

ললিত। আমার সব কথা বলা হয়নি, মিনতি।

মিনতি। তোমার সব কথা শোনবার অবসরও যেমন আমার নেই, তেম্নি নেই কোন প্রয়োজন।

ললিত। আমার ওপর রাগ করেচ ?

মিনতি। এ সন্দেহ কেন বলত ?

মিনতি বসিল

ললিত। কেবলই আমায় এড়িয়ে চল।

মিনতি। তাই চলাই ভালো !

ললিত। ভালো !

মিনতি। নয় কি ?

ললিত। কিন্তু তোমার স্নেহ পেয়েছিলুম বলেই ত এ বাড়ীতে আজ স্থান পেয়েচি।

মিনতি। তুমি কী বলতে চাও !

ললিত। শক্ড না হয়ে শোন মিনতি। আমি তোমাকে নিয়ে বায়োস্কোপে যেতুম লিলিও তোমার সঙ্গে থাকবে বলে, তোমাকে আমি গান শোনাতুম, গল্প শোনাতুম লিলিও শুন্তে পাবে বলে। লিলি ভাবত তোমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে সে তোমাকেই সাহায্য করচে, আর—

মিনতি। আর আসলে আমিই তোমাকে সাহায্য করতুম লিলির হৃদয় জয় করতে। না ?

ললিত। হাঁ, তাই করতে। কিন্তু না জেনে। আর সেইটেই হচ্ছে সব চেয়ে মজার কথা।

মিনতি। হাঁ, সেইটেই সব চেয়ে মজার কথা !

ললিত। তারই মাঝে কানাকানি সুরু হোলো। লোকে বলতে

লাগল তোমার সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে, লিলি আমাদেরই দূতী। লিলির সেই দুর্ণাম দূর করবার জন্যই আমাকে তাড়াতাড়ি সব করতে হোলো।

মিনতি। তাড়াতাড়ি লিলিকেই বিয়ে করতে হোলো!

ললিত। That was a big surprise! Was'nt it?

মিনতি। হাঁ, সবাইকেই তুমি চম্‌কে দিয়েছিলে।

ললিত। তোমাকেও!

মিনতি। স্বীকার করচি।

ললিত। তোমার মেসো, মাসি, এমন কি লিলি অবধি বুঝতে পারেনি যে তোমাকে ছেড়ে লিলিকেই আমি বিয়ে করতে চাইব।

মিনতি। বলতে তোমার বেশ আনন্দ হচ্ছে?

ললিত। না। লজ্জা হচ্ছে।

মিনতি। লজ্জা হচ্ছে!

ললিত। লজ্জা হচ্ছে আমার নির্ব্বুদ্ধিতার কথা মনে করে। লজ্জা হচ্ছে বুদ্ধির দোষে আমি আমার জীবনের সুখ শান্তি বিসর্জ্জন দিযেচি বলে।

মিনতি। ওসব আমি শুন্তে চাইনা।

ললিত। সব না শুনেই চঞ্চল হয়োনা, মিনতি। আমি জান্তাম লিলির বয়েস কম। একেবারে ছেলেমানুষ। ভালোবাসার কিছুই সে জানেনা। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতুম সে যখন বড় হবে, তখন সে জানবে ভালোবাসা কি। আজ ওকে দেখি আর আমার মনে হয়, ও-যেন এমন একটি কুঁড়ি যা কখনো আর ফুটবেনা।

উঠিয়া একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইল

লিলি প্রবেশ করিল। সে শাড়ী বদলাইয়া আসিয়াছে—নীলাম্বরি পরিয়াছে।

লিলি। মিনিদি, তোমার এই নীল শাড়ীখানা আমি ভাই নিলুম।

মিনতি। আমার সবইত তোমার বোন্।

উঠিয়া দাঁড়াইল

লিলি। চমৎকার মানিয়েচে ত!

মিনতি। আমি দেখে আসি ওঁরা কি করচেন।

ললিত। কিন্তু তোমাকে আমার সব কথা বলা হয়নি মিনতি।

মিনতি। আসচি ভাই, লিলি।

চলিয়া গেল। লিলি ললিতের সামনে গেল

লিলি। মিনিদিকে তুমি কি বলছিলে?

ললিত। তোমারই কথা।

লিলি। সত্যিই আমি যেন কী হয়ে যাচ্ছি! তুমি কিন্তু রাগ কোরোনা।

ললিত। তোমার ওপর রাগ করব আমি!

লিলি। তোমার দিদির বাড়ী আমি কেন যেতে চাইনা, জান?

ললিত। তাই জান্তেইত চেয়েছিলুম।

লিলি। মা-বাবাকে ছেড়ে আমি যেতে চাইনা বলে।

কৌচে বসিল

ললিত। এই জন্যে!

লিলি। হ্যাঁ!

ললিত। দূর! এও আবার একটা কারণ!

লিলি। এতই কি তুচ্ছ!

ললিত। মোটেত দু'দিনের জন্যে যাব।

ললিত তাহার পাশে বসিল

লিলি। দুদিনও আমি আমার মা-বাবাকে ছেড়ে থাকতে পারবনা।

ললিত। এ-কথা আর কাউকে বোলোনা, শুনে হাসবে।

লিলি। যারা হাসবে, তারা ত আমার মা-বাবার দুঃখ বুঝবেনা।

ললিত। তুমি আমার সঙ্গে গেলে তোমার মা-বাবা দুঃখ পাবেন?

লিলি। জাননা, তাঁরা আমায় চোখের আড়াল করতে পারেন না।

উঠিয়া গিয়া চেয়ারে বসিল। ললিত তাহার সামনে গিয়া দাঁড়াইল।

ললিত। লিলি, তুমি আর ছেলেমানুষটি নেই।

লিলি। তা নেই বলেইত মা-বাবার সুখ-দুঃখ আজ আমাকে বড় করেই দেখতে হবে।

ললিত। কিন্তু তোমার মা-বাবা যে দুঃখ পাবেন, তাইবা তোমাকে কে বল্লে?

লিলি। তাঁরাই বলেচেন। তাঁদের ইচ্ছে নয় যে আমি তোমার সেই পাঁড়াগেঁয়ে দিদির বাড়ী যাই।

ললিত। কিন্তু আমার ইচ্ছামত কোন কাজই কি তুমি করবেনা?

লিলি। করব। কিন্তু মা-বাবার অমতে নয়।

ললিত। তুমি তাহলে আগে তাদের মেয়ে, তারপর আমার স্ত্রী?

লিলি। তা কি মিথ্যে?

ললিত। আজ তা সত্য নয়।

লিলি। একদিন যা সত্য থাকে আর একদিন তা মিথ্যে হ'তে পারেনা।

ললিত। কিন্তু বিয়ের আগে তোমার মা-বাবা যা ছিলেন,এখন তা নেই।

লিলি। আগেকার চেয়ে তাঁরা আমায় একটুও কম ভালো-বাসেন না।

ললিত। আমি সে-কথা বলচিনে।

লিলি। তবে ?

ললিত। বিয়ের মানেই হচ্ছে···

লিলি। স্বামীর দাসত্ব স্বীকার ?

ললিত। না, নতুন সংসার গড়বার প্রয়াস।

লিলি। নতুন করে সংসার গড়বার কথা ভাবব তখন···

ললিত। কখন ?

লিলি। যখন এ সংসার ভেঙ্গে যাবে।

ললিত। তার মানে ?

লিলি। যখন আমার মা-বাবা এ সংসার থেকে চিরকালের জন্যে চলে যাবেন।

দুই হাতে মুখ ঢাকিল

ললিত। তার আগে নয় ?

লিলি। না, না।

ললিত তাহার পিছনে বসিল, তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল।

ললিত। তুমি কাঁদচ কেন?

লিলি। তুমি আমায় কেবলই কাঁদাও কেন? ওঁরা কি মনে করবেন, বল ত?

ললিত। কারা?

লিলি। মা আর বাবা!

ললিত। কে তাঁদের বলবে?

লিলি। কেঁদে কেঁদে আমার চোখ লাল হবে। দেখেই বুঝবেন আমি কাঁদছিলুম।

ললিত। সারা জীবন ধরে কাঁদবার চেয়ে দু-চার ফোঁটা চোখের জল ফেলে বিষয়টার মীমাংসা এখনই করে ফেলা ভালো নয় কি?

লিলি। কী আমি করিচি বলতে পার?

ললিত। তুমি আমায় বিয়ে করেচ কিন্তু আমায় ভালোবাসনি। কী যে তুমি করেচ, তাও তুমি বোঝনি। তাই কাছে পেয়েও আমি তোমাকে আপন করতে পারলুমনা। আর তা পারলুমনা বলেই সুখের বদলে দুঃখই পেলুম, ভবিষ্যতের জন্যও সঞ্চয় করে রাখলুম নিরাশার বেদনা।

লিলি। সবই আমার দোষ?

ললিত। না দোষ তোমার নয়, আমার। আমিই বোকার মত ভেবেছিলুম আমার ভালোবাসা দিয়ে তোমারো ভালোবাসা জাগাতে পারব। কিন্তু আমি তা পারিনি। আমি নিজেকে প্রকাশ করতেও পারিনি। ত্রুটি আমার সর্ব্বত্রই রয়ে গেছে। আজ…

লিলি। বল, আজ…

ললিত। আজ সমস্ত শক্তি দিয়ে শেষ চেষ্টা আমি করে দেখব।

লিলি। শেষ চেষ্টা !

ললিত। হাঁ, নিজেকে বোঝাবার শেষ চেষ্টা। লিলি ! লিলি !

লিলি। বল, আমি শুনচি।

ললিত। আমি বুঝিয়ে বলতে পারচিনা আমি তোমাকে কত ভালবাসি !

লিলি। ভালো যদি বাসতে তাহ'লে কি আমাকে তুমি ব্যথা দিতে পারতে ?

ললিত। কিন্তু এতে ব্যথা পাবার কি আছে ? দু'দিনের জন্য, শুধু দু'দিনের জন্য, তুমি আমার সঙ্গে যাবে। আমার এই অনুরোধটুকু রাখলেই আমি খুশী হব, ভবিষ্যতে অনেক কিছু পাবার আশা নিয়ে আনন্দে দিন কাটাতে পারব। বল, লিলি, বল তুমি যাবে।

লিলি ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

লিলি। না, আমি যেতে পারব না।

লিলি আর অপেক্ষা না করিয়া সোজা ডাইনিং হলের দিকে চলিয়া গেল। ললিত বাহুযুগলের মাঝে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া রহিল, মিনতি প্রবেশ করিল। ধীরে ধীরে আসিয়া ললিতের পিছনে দাঁড়াইল।

মিনতি। তোমার কমল-কলি কি আজও ফুটল না ?

ললিত মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিল।

ললিত। না মিনতি। আমার অনুরাগে সে তাপ নেই, যার স্পর্শে কুঁড়ি ফোটে !

মিনতি। দুঃখের কথা।

মিনতি ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

ললিত। মিনতি!

উঠিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিল।

তুমিই পার মিনতি, শুধু তুমিই পার।

মিনতি। কি পারি বলে তোমার মনে হয়?

ললিত। আমার ওই কমল-কলি তুমিই ফুটিয়ে তুলতে পার।

মিনতি। পারলেই বা আমি তা করব কেন?

ললিত। তুমিই ত করবে। তোমার দয়া আছে, মায়া আছে, অপরের জন্যে স্বার্থত্যাগের শক্তি আছে। আর—

মিনতি। বল আরো কি বড় বড় কথা শুনিয়ে আমাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে চাও?

ললিত। আর এই বিয়ের ব্যাপারে তোমারও অনেকখানি দায়িত্ব রয়েচে।

মিনতি। আমার দায়িত্ব!

ললিত। তোমারও দায়িত্ব রয়েচে বৈকি! লিলিকে লক্ষ্য রেখে তোমাকে উপলক্ষ্য ক'রে আমি যা বলতুম, তা যদি তুমি লিলির কাছে পৌছে না দিতে তাহ'লে লিলি হয়ত আজও কুমারী থাকত।

মিনতি। তোমার সেদিনকার সে ছলনা ধরতে পারিনি বলেই কি আজ তোমার বিবাহিত জীবনে সুখ-শান্তি এনে দেবার দায়িত্ব আমাকেই নিতে হবে?

ললিত। লিলি বিয়ের জন্য আদৌ তৈরি ছিল না। বিবাহিত

জীবনের স্বতন্ত্র ব্যবস্থার জন্য আজও সে তৈরি নয়। তুমি তাকে তৈরি করে দাও মিনতি। তার বাপ-মায়ের স্নেহের নাগ-পাশ থেকে মুক্ত করে আমি যাতে তাকে আমার স্ত্রীর আসনে বসাতে পারি, তারই ব্যবস্থা তুমি কর।

মিনতি। স্নেহের বাঁধনকে নাগ-পাশের সঙ্গে তুলনা করে স্নেহের অমর্য্যাদা তুমি কোরো না।

ললিত। কিন্তু বাপ-মাযের যে স্নেহ স্ত্রীকে তার স্বামীর কাছ থেকে দূরে টেনে রাখে, সে স্নেহকেও তুমি মর্য্যাদা দিতে চাও মিনতি? ওই স্নেহের খর-স্রোতেই ওর অন্তরে ভালোবাসার অঙ্কুর গজাতে পারচে না। তুমি ওকে শুধু ওর বাপ-মার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে এনে আমার হাতে সঁপে দাও।

মিনতি। আমি?

ললিত। আমার এই উপকারটুকু তুমি করবে না?

মিনতি। না।

ললিত। কেন করবে না? তুমি ত তাকে ভালোবাস।

মিনতি। বাসি। কিন্তু এ কাজ…

ললিত। এ কাজ একা তুমিই করতে পার মিনতি। তুমি ঠিক আমাদের মত নও। তুমি সহজেই মানুষের অন্তর স্পর্শ করতে পার… ভালোবাসা দিয়ে সবাইকেই তুমি জয করতে পার।

মিনতি। চুপ্! চুপ্! ও-সব কথা আর বোলো না।

ললিত। বল, তুমি তা করবে?

মিনতি। আমি পারব না, লিলির মনে আমি ভালোবাসা জাগিয়ে তুলতে পারব না।

ললিত। কেন পারবে না? চেষ্টা কেন তুমি করবে না মিনতি? বল। তোমাকে বলতেই হবে।

মিনতি। বল্লেও তুমি বুঝবে না।

মিনতি যেন জবাব দিবার জন্য মুখ ফিরাইল। কিন্তু কোন কথা না বলিয়া দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এটা এই বাড়ীর দোষ। এ বাড়ীতে মানুষ বাড়তে পাবে না, নিজেকে প্রকাশ করতে পারবে না। মানুষের কথা কেউ এখানে শুনবে না, কেউ বুঝবে না মানুষের ব্যথা।

মিনতি আবার আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল।

এই যে মিনতি আবার এসেচ! দ্যাখ দাঁড়িয়ে, কেমন করে এ-বাড়ীর সব নিয়ম-কানুন শৃঙ্খলা আমি ভেঙ্গে ফেলি। ওই টেবিলটা ওই কোনেই কেন অচল থাকবে?

ছুটিয়া টেবিলের কাছে যাইয়া সেটাকে টানিয়া সরাইয়া রাখিল।

এই কৌচখানা কেন রোজ রোজ এক ভাবেই এখানে পড়ে থাকবে।

ছুটিয়া কৌচখানিকে সরাইয়া দিল। চাহিয়া ঘরটা ভালো করিয়া দেখিল তারপর কয়েকখানি চেয়ারের কাছে গিয়া এক একখানি করিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল।

এই চেয়ারগুলো সৃষ্টির আদি থেকেই যেন এখানে রয়েচে। মানুষকে চলতে দেয় না, নড়তে দেয় না, পঙ্গু করে রাখে। আমি দূর করে ফেলে দোব এসব। এম্নি করে' এম্নি করে…

ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া

এক বছর, জান মিনতি, এক বছর তোমাদের এই পাপ-পুরীতে বাসা বেঁধেচি। এই এক বছর আমি ভালো করে নিজের পায়ের শব্দও শুনিনি, নিজের কণ্ঠস্বরও যেন আমি ভুলে গেচি। এরা সবাই চুপি চুপি কথা কয় আর বসে বসে কাসে। আজ আমি সব নিয়ম বদলে দিলুম, তোমার মেসোর সব ডিসিপ্লিন ভেঙে ফেল্লুম, আজ আমি মুক্ত, আমি মুক্ত !

সহসা থামিল। ডাইনিং হলের দরজায় মিঃ দাস, মিসেস দাস, লিলি আসিয়া দাঁড়াইল। মিনতি সরিয়া গেল।

মিসেস দাস। ললিত ! ললিত !

ললিত। আমায় বলচেন ?

মিঃ দাস। এটাকে কি বাংলা থিয়েটারের ষ্টেজ মনে করেচ ?

লিলি। এ-সব কি করেচ, তুমি !

ললিত। একটুখানি আমোদের আয়োজন লিলি।

মিসেস দাস। জিনিষপত্তর সব এমন ওলট-পালট করলে কেন ?

ললিত। পরখ করে দেখলুম শক্তি এখনো অবশিষ্ট আছে কি না।

মিঃ দাস। অমন করে চেঁচাচ্ছিলে কেন ?

ললিত। পরখ করে দেখলুম আমি বোবা হয়ে গেছি কি না।

মিসেস দাস। কাছেই একটা বন আছে দরকার হলে সেখানে গিয়ে গলা সেধো।

মিঃ দাস। পাশেই একটা মাঠ আছে দরকার হলে সেখানে গিয়ে আবৃত্তি কোরো।

ললিত। তার আর দরকার হবে না। আমি বুঝিচি, আমি বেঁচে আছি, এখানকার শৃঙ্খলার শৃঙ্খল পরেও আমি বেঁচে আছি। কিন্তু আমি ছিঁড়ব, ছিঁড়ব এই বাঁধন!

লিলি। তুমি কি ক্ষেপে গেলে?

ললিত। এখনো একেবারে যাইনি, কিন্তু শিগ্‌গীরই যাব।

মিসেস দাস। কি হয়েচে তাই তুমি বল না।

ললিত। আমি তা বলে বোঝাতে পারব না।

লিলি। দেশের কোন চিঠি এসেচে নাকি?

মিসেস দাস। খারাপ খপর কিছু?

ললিত। না, না, সে সব কিছুই নয়।

ললিত কিছুকাল ঘরের মাঝে পায়চারি করিয়া একখানি কৌচে বসিয়া পড়িল। মিঃ দাস তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেম।

মিঃ দাস। ললিত! What ails you, my boy?

ললিত। Nothing, sir, nothing!

উঠিয়া অন্যদিকে যাইতেছিল। মিসেস দাস তাহার সাম্নে গিয়া দাঁড়াইলেন।

মিসেস দাস। ললিত, বাবা, আমি তোমার মা···

ললিত। মানলুম। বলুন কি করতে হবে।

মিসেস দাস। তোমাকে বলতে হবে তোমার কি হয়েচে।

ললিত সোজা হইয়া মুখোমুখি দাঁড়াইল

ললিত। সত্যিই শুন্তে চান ?

মিঃ দাস। আমরা সকলেই শুন্তে চাই।

ললিত। বেশ! শুনুন তবে বলি। আপনাদের এখান থেকে আমি সুখী নই।

মিসেস দাস। সেকি কথা! এই ত সেদিন তোমাদের বিয়ে হোলো।

মিঃ দাস। তুমি সুখী নও, সেই কথাটি বোঝাতে এত কাণ্ড তোমায় করতে হোলো? টেবিল চেয়ার সব উল্টে দিতে হোলো? You have a very odd way of showing your temper, my boy!

ললিত। মাঝে মাঝে এই ভাবেই বিদ্রোহ করতে আমার ইচ্ছে হয়, ইচ্ছে হয় সব কিছু এম্নি করেই ওলট-পালট করে দি।

মিঃ দাস। সদিচ্ছা সন্দেহ নেই। কিন্তু কথাটা আর একটু খোলসা করে কি বলা চলে না?

ললিত। অনেকদিনই ভেবেচি কথাটা আপনাদের বলব।

মিসেস দাস। কেন বলনি বাবা?

ললিত। সাহস পাইনি।

মিসেস দাস। কেন আমরা কি তোমার সঙ্গে; খারাপ ব্যাভার কিছু করিচি?

ললিত। না। You are much too good to me. বড় বেশী আদরে রেখেচেন।

কৌচে আসিয়া দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল।

মিঃ দাস। And so you are playing the part of a naughty boy? য়ঁ্যা?

লিলি। ভেবেচ, বাবা তোমাকে বকবেন?

মিসেস দাস। উনি কাউকে কখনো বকেন না।

ললিত। আপনারা আমার কথা বুঝতে পারচেন না। আপনারা আমায় আদর দিয়ে দিয়ে নষ্ট করচেন। আপনাদের কৃপায় না চাইতেই সব আমি পেয়েচি···

মিঃ দাস। আমাদের সে কাজটা বোধ হয় খুবই অন্যায় হয়েচে?

ললিত। অন্যায় আপনাদের নয়, অন্যায় আমার। আমারই অন্যায় যে নিজেকে আমি আপনাদের কৃপার পাত্র করে রেখেচি, নিজের শক্তি দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করিনি, নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার জন্য জীবনের পথে আজও আমি পা বাড়াইনি।

মিঃ দাস। Dear me! what do you want, if you please?

ললিত। আমি কাজ চাই, খ্যাতি চাই, প্রতিপত্তি চাই।

মিঃ দাস। Really!

ললিত। যা বললুম তার একবর্ণও মিথ্যে নয়।

মিঃ দাস। What a foolish idea! এস মা লিলি, আমাদের এখানে থাকবার দরকার নেই।

লিলি। বাবা!

মিঃ দাস। Nothing serious, darling.

লিলি। নিশ্চিত কেউ ওকে এই কুবুদ্ধি দিয়েচে, বাবা।

ললিত। জান, কে এই কুবুদ্ধি জাগিয়েচে ?

লিলি। কে !

ললিত। তুমি।

লিলি। আমি !

ললিত। হাঁ, তুমি !

মিঃ দাস। Look here sir ! What you need is a big dose of bromide to get your nerves cooled ! That's my opinion.

ললিত। Most respectfully I beg to differ, sir !

মিঃ দাস। How dare you contradict me !

প্রবলবেগে কাসিতে লাগিলেন

লিলি। বাবা ! বাবা !

মিসেস দাস। (ললিতকে) ছাথ কি করলে তুমি।

ললিত। I am sorry, sir.

মিঃ দাস। তুমি জান এ বাড়ীতে কখনো কেউ আমার কোনো কথার প্রতিবাদ করেনি, আমার মুখের ওপর কথা বলতে কেউ কখনো সাহস পায়নি।···

ললিত। আমি ত ঠিক এ বাড়ীর লোক নই।

মিঃ দাস। এ বাড়ীর লোক নও ! Do you mean to say you are a stranger here ! আমরা তোমাকে আমাদের সর্ব্বস্ব দিলুম—

মিসেস দাস। স্নেহ দিলুম, ভালবাসা দিলুম, আমাদের চোখের মণি এই লিলিকে দিলুম···

ললিত। সবই দিয়েচেন কিন্তু নিয়েচেন কি জানেন ? আপনারা

আমার স্বাধীনতা নিয়েচেন, শক্তি নিয়েচেন, কর্ম্মপ্রবৃত্তি কেড়ে নিয়েচেন। আপনারা আমাকে একেবারে রিক্ত করে রেখেচেন। তাই আপনাদের সর্ব্বস্ব পেয়েও আমি আজ সর্ব্বহারা। স্ত্রী ভালবাসেনা, বন্ধু বিশ্বাস করে বিপদে সাহায্য করে না, আত্মীয়স্বজন করে পরিহাস—আর আমি নিজেকে ভুলে, নিজের কর্ম্মশক্তি হারিয়ে পঙ্গুর মত আপনাদের এখানে পড়ে রয়েচি।

মিঃ দাস। কি করতে চাও তুমি ?

ললিত। আমি কাজ করতে চাই।

মিসেস দাস। কোন্ দুঃখে তুমি চাকরি করবে, বাবা ?

ললিত। চাকরি করব না, ব্যবসা করব।

মিঃ দাস। মুদির দোকান, না বিড়ির দোকান ?

ললিত। আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমি এঞ্জিনিয়ার।

মিঃ দাস। এঞ্জিন চালাবে ? মালগাড়ীর, না প্যাসেঞ্জার ট্রেণের ? য়ঁ্যা ?

ললিত। আমি শিবপুর কলেজ থেকে সসম্মানে এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিচি।

মিঃ দাস। ত্যালাপোকার তাই পাখী হবার সখ হয়েচে। কিন্তু সে সখ মেটাবে কেমন করে ? এখানে ত দেখতে পাচ্ছ চারিধারে বন আর মাঠ, দূরে দু-চারটে পাহাড়। এখানে তোমার এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যের পরিচয় কি করে দেবে ?

ললিত। এলাহাবাদে আমার মামার একটা মাইন আছে। আমি সেই মাইনের ভার নোব।

মিঃ দাস। Wirelessএ কাজ চালাবে নাকি ?

ললিত। মানে ?

মিঃ দাস। এখানে বসে এলাহাবাদের ব্যবসা চালাবে কি করে ?

ললিত। আমি এলাহাবাদেই যাব ?

মিসেস দাস। তুমি বলচ কি ললিত !

ললিত। মনে মনে যা আমি স্থির করিচি।

মিঃ দাস। লিলির কথা ভেবেচ ?

ললিত। লিলিও আমার সঙ্গে যাবে !

মিঃ দাস। লিলি তোমার সঙ্গে যাবে !

মিসেস দাস। দস্যুর মত তুমি আমাদের মেয়েকে কেড়ে নিতে চাও !

ললিত। আপনারা ভুলে যাচ্ছেন লিলি আপনাদের মেয়ে হলেও আমার স্ত্রী।

মিঃ দাস। But Lily is not your slave.

মিসেস দাস। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে তুমি নিয়ে যেতে পার না।

ললিত। Are you of the same opinion, sir ?

মিঃ দাস। No. The law has given you the right, I believe.

ললিত। I hope you will not push the matter to such an extreme.

মিসেস দাস। লিলিকে আমরা ছেড়ে দিতে পারব না।

ললিত। ধরে রাখলে তারই ক্ষতি করবেন।

মিঃ দাস। লিলির ক্ষতি করব আমরা! You are crazy, man! You are crazy.

মিসেস দাস। লিলির ভালো-মন্দ আমরা বুঝিনে!

ললিত। দেখুন, কথাটা আপনারা কেন বুঝতে পারচেন না জানি না। আপনারাও চান লিলি সুখে থাক্। আমিও তাই চাই।

লিলি। সেই জন্যই কি তুমি আমাকে আমার মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিতে চাও?

মিঃ দাস। এ দেখচি মোল্লার মুর্গী পোষা!

ললিত। Please don't misunderstand me!

মিসেস দাস। মেয়েকে পর করে দেবার জন্যে আমরা তার বিয়ে দিইনি।

ললিত। বিয়ে কেন দিযেচেন, তাই ভেবে দেখুন। বিয়ে দিয়েচেন সে সুখী হবে বলে। কিন্তু আপনারা কি বিশ্বাস করেন যে স্ত্রী স্বামীকে ভালো না বেসে সুখী হ'তে পারে?

মিঃ দাস। What do you mean, sir?

ললিত। লিলি আমাকে ভালোবাসতে পারে নি, ভালোবাসতেই সে শেখেনি। আপনারা জানেন না কিন্তু মিনতি জানে।

মিসেস দাস। মিনতি আবার ভালোবাসার কি জানে? নিজে সে কাউকে ভালোবাসে না। একটি নয়, দুটি নয়, কত ভালো ভালো ছেলের সঙ্গে আমরা তার পরিচয় করিযে দিলুম, কারু হৃদয় সে জয় করতে পারল না। এই তোমারই সঙ্গে তার, লিলির আগেই, আলাপ হয়েছিল। পারলো তোমাকে ভালোবাসতে!

ললিত। মিনতির ওপর আপনি অবিচার করচেন!

মিসেস দাস। আমার বোনের মেয়ে। খাইয়ে পরিয়ে লেখা-পড়া শিখিয়ে আমি তাকে মানুষ করলুম আর আমি করব তার ওপর অবিচার! মিনি! মিনি!

মিনতি প্রবেশ করিল

কী তুমি লাগিয়েচ ললিতের কাছে?

মিনতি। তুমি কি জান্তে চাও মাসিমা?

মিসেস দাস। তুমি ললিতকে বলেচ লিলি তাকে ভালোবাসে না?

ললিত। মিনতি কখনো তা বলেনি।

মিসেস দাস। ওকেই বলতে দাও। মিনতি!

লিলি। মিনিদি!

মিঃ দাস। মিনি!

মিনতি একে একে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল

মিনতি। আমি কাউকে কিছুই বলিনি। তবে আমি জানি···

মিসেস দাস। বল কি জান?

মিনতি। আমি জানি···

লিলি। কী তুমি জান মিনিদি?

মিনতি। জানি যে তোমরা সুখী নও।

লিলি মুখ ঘুরাইয়া দাঁড়াইল

ললিত। তুমি যা জেনেচ তাই সত্য মিনতি।

মিনতি কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেল

মিঃ দাস। মিনতি মিথ্যে কথা বলেন না, আমি জানি।

ললিত। মিনতি জানে লিলি আমায় ভালোবাসে না।

মিঃ দাস। লিলি!

লিলি মুখ ফিরাইল

লিলি। ওর মাথায় কে যেন তাই ঢুকিয়ে দিয়েচে বাবা।

ললিত। ভালোবাসা কাকে বলে লিলি তা জানে না। আর যত দিন এ বাড়ীতে থাকবে ততদিন তা জানবেও না।

মিঃ দাস ও মিসেস দাস। কেন?

ললিত। লিলি শুধু আপনাদেরই ভালোবাসে।

মিঃ দাস। Good God! Are you jealous of us?

মিসেস দাস। এমন কথা জীবনে আমি কখনো শুনিনি।

ললিত। শোনেননি বলেই তা মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেবেন না। আপনাদের আমি ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি। আপনাদের স্নেহ পেয়ে আমি ধন্য, আপনাদের পরিবারে স্থান পেয়ে আমি গৌরবান্বিত। আর এসব আমি পেয়েচি লিলিকে বিয়ে করবার ফলেই।

মিসেস দাস। দেখচ, তুমি তা অস্বীকার করতে পারচ না।

ললিত। সবই পেয়েচি কিন্তু পাইনি লিলির ভালেবোসা। আমার কাছে লিলির কোন দাবিই নেই, আমার থাকা না থাকার কোন অর্থও নেই তার কাছে। সে চায় শুধু আপনাদেরই সুখী করতে আমাকে নয়। আমি যেন তার খেলার পুতুল। খেলে সে আমোদ পাবে বলে আপনারা আমাকে তার হাতে তুলে দিয়েচেন। পুতুলকে যতটুকু আদর করা চলে,

সে আমায় ততটুকুই আদর করে। অতিরিক্ত কিছু সে আমায় দেয় না, আপনারাও তাকে তা দিতে দেন না।

মিঃ দাস। Ridiculous !

ললিত। আমার অনুরোধ কথাটা এমন করে উড়িয়ে দেবেন না। লিলিকে আপনারা বাড়তে দেননি, কচি খুকিটিই রেখেচেন। খুকীরা চকোলেট খেতে পারে, পুতুল নিয়ে খেলতে পারে, নেচে-গেয়ে আনন্দও দিতে পারে—কিন্তু স্ত্রী হতে পারে না।

মিসেস দাস। বিয়ের আগেও ত তুমি লিলিকে জান্তে। জেনেইত তাকে বিয়ে করেছিলে।

মিঃ দাস। বিয়ের আগে বার বার তোমাকে আমি সাবধান করে দিইনি, বলিনি এখনও ছেলেমানুষ রয়েচে।

মিসেস দাস। একদিন তুমিই কি বলনি, ওর জীবন একটা স্বপ্ন, কঠোর আঘাত দিয়ে তা ভেঙ্গে দেওয়া কারু উচিত নয়।

ললিত। বিয়ের আগে যে দৃষ্টি দিয়ে ওকে দেখতুম, বিয়ের পর সে দৃষ্টি দিয়ে ওকে দেখতে পারচিনা বলেইত আমার এই অভিযোগ। তখন ওকে প্রথম প্রভাতের মতই সুন্দর বলে মনে হোতো, তাই ধ্যান-মগ্নের মতই দূরে বসে আমি ওকে দেখতুম। আমার কল্পনায় ও ছিল তখন চির-কিশোরীর এক অপরূপ মূর্ত্তি ! বাস্তবের ঘটনা আমার কল্পনার সেই মূর্ত্তিকে রূপান্তর দান করেচে। কুমারী কিশোরী আজ স্ত্রী হয়েচে। তাই আমারও, তার স্বামীরও, অন্তরে জেগেচে তাকে আপন করবার এক দুর্জ্জয় বাসনা। আমার স্ত্রীকে আমি একেবারে নিজস্ব করে পেতে

চাই, চাইনা যে তার স্নেহে তার ভালোবাসায় ভাগ বসাতে আর কেউ আমাদের মাঝখানে থাকে।

মিঃ দাস। লিলিকে এত ভালোবেসেও তুমি সুখী নও?

ললিত। আমার এ ভালোবাসা একেবারে নিরর্থক হয়ে যাবে যদি লিলিকে আমি হাত ধরে ঠিক পথে নিয়ে যেতে না পারি। আমি যদি তা না করি তাহলে আমি আমার নিজের ক্ষতি করব, লিলির ক্ষতি করব, হয়ত আপনাদেরও ক্ষতি করব। আপনাদের এখানে থাকতে হচ্ছে বলেই লিলি আপনাদেরকেই তার সর্ব্বস্ব বলে মনে করে। কিন্তু আপনারা যখন আর বেঁচে থাকবেন না, তখন? তখন কাকে সে আশ্রয় করবে, যদি আজ থেকেই তার স্বামীকে আপন বলে জান্তে বুঝতে না পারে! এ বাড়ীতে থাকলে তা সে জানবেও না, বুঝবেও না।

সকলেই চুপ করিয়া রহিল। কেহ কোন কথা কহিল না

মিঃ দাস। ললিত তুমি শুধু তোমাদের কথা ভাবচ। ভুলে যাচ্ছ যে চার চারটি সন্তান পর পর এসেচে আর মৃত্যু একে একে তাদের ছিনিয়ে নিয়ে গেচে। লিলি আমাদের শেষ সন্তান!

মিসেস দাস। সব শেষে পাওয়া বলেই ও আমাদের বড় আদরের।

মিঃ দাস। বড় দুঃখের পর ওকে আমরা পেয়েচি, ললিত।

মিসেস দাস। তাই বুঝে মৃত্যুও ওকে কেড়ে নিতে হাত বাড়ায়নি।

মিঃ দাস। মৃত্যুর চেয়েও কি তুমি কঠোর, ললিত?

মিসেস দাস। চেয়ে ছ্যাথ ললিত, লিলি কাঁদচে!

মিঃ দাস। আমাদের সাম্নে দাঁড়িয়ে আমাদের মেয়েকে তুমি কাঁদাও ললিত!

লিলি। আমি কাঁদিনি!

ললিত। আজ যদি আমার ইচ্ছেমত কাজ ও না করে, তাহলে সারা জীবনই ওকে কেঁদে কাটাতে হবে।

মিঃ দাস। এ বাড়ীতে কোনদিন কেউ কারু সঙ্গে কখনো কঠোর ব্যবহার করেনি। আমার মনে হচ্ছে আমি যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখচি। সেই দুঃস্বপ্ন ভেঙ্গে দেবার জন্য এত চেষ্টা করচি, কিন্তু কিছুতেই পারচি না। আমি পারচি না।

বলিয়া খানিকটা ঘুরিয়া বেড়াইলেন তারপর ললিতের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন।

শোন ললিত, আমার মেয়েকে তোমার হাতে সঁপে দেবার সময় তোমার কাছে কোন প্রতিশ্রুতিই আমরা চাইনি। আমরা তোমাকে সাদরে আমাদের মাঝে গ্রহণ করেচি, তোমার অর্থের অভাব ঘুচিয়েচি, ভবিষ্যতেও যাতে তুমি স্বচ্ছল অবস্থায় দিন কাটাতে পার, তারও ব্যবস্থা করিচি। আমরা আশা করেছিলুম বিনিময়ে আমরা তোমার কৃতজ্ঞতা পাব, তোমার ভালোবাসা পাব, অন্তত খানিকটা শ্রদ্ধাও পাব। কিন্তু তোমার ব্যবহারে মনে হচ্ছে তুমি যেন দুর্যোগ-রাতের অকৃতজ্ঞ এক অতিথি। কোথাও ঠাঁই না পেয়ে আমাদেরই রুদ্ধদ্বারে এসে আঘাত করলে। আমরা দোর খুলে দিলুম, আশ্রয় দিলুম, সেবা দিলুম। আর সকালে উঠে দেখলুম তুমি চলে গেছ, বাড়ীর সব চেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি নিয়ে আমাদের আতিথ্যের অবমাননা করে তুমি উধাও হয়েচ। তোমার হাতে আমাদের স্নেহের পুতুল, নয়নের মণি, একমাত্র সন্তানকে সঁপে দিলুম—তোমার হাতে, হৃদয়হীন কৃতজ্ঞতাবিহীন একটা অপদার্থের হাতে!

ললিত। আমি বুঝতে পারিনি যে মেয়েকে তার স্বামীর সঙ্গে পাঠাতে আপনারা এমন বিচলিত হবেন। কিন্তু আপনারা ব্যথা পাচ্ছেন বলেই যদি আমি আজ এ-কথা চাপা দি, তাহলে আমাদের বিবাহিত জীবন যেমন ব্যর্থ হবে, তেমি ব্যর্থ হয়ে যাবে আমাদের এতদিনকার বন্ধুত্বের প্রীতি। আমরা সবাই ব্যথা পাচ্ছি আর তা পাচ্ছি বলেই এই আলোচনা আজকেই আমাদের শেষ করে ফেলা উচিত।

মিসেস দাস। তুমি আমাদের একটুও সময় দেবে না ?

ললিত। যত বেশী সময় নেবেন, তত বেশী ব্যথা পাবেন। আজই, এখনই এ আলোচনা শেষ করতে হবে।

মিঃ দাস। ললিত, হয়ত তুমি যা বলচ তা সবই সত্য। হয়ত তোমার যাওযাই উচিত। লিলিকে সঙ্গে নিয়েই যাওয়া উচিত। স্বামীর অধিকার থেকে তোমাকে বঞ্চিত করতে আমি পারি না। তাই আমার কোন জোর নেই। কিন্তু ভিক্ষের অধিকার ত সবারই থাকে। কখনো কারু কাছে আমি কিছু চেয়ে নিইনি। আজ তোমার কাছে আমি ভিক্ষে চাইচি আমার মেয়েকে। তুমি দয়া কর ললিত, দয়া করে আমাদের মেয়েকে কেড়ে নিয়ো না। আমি, লিলি, লিলির মা, আমরা কেউ তা সইতে পারব না।

ললিত। অমন করে ও-কথা আপনারা বলবেন না। আপনাদের ব্যথায় গলে আজ যদি আমি সঙ্কল্প হারাই, তাহলে চিরকালের জন্যে লিলিকেও আমি হারাব। আপনারা প্রসন্ন মনে লিলিকে আমার সঙ্গে যেতে দিন।

মিসেস দাস। না, না, লিলি যাবে না, আমরা তাকে যেতে দোব

ন্য। তুমি যদি সত্যিই লিলিকে ভালোবাসো তাহলে লিলির পাশে, এইখানেই, আমাদের এই বাড়ীতে তুমি থাকবে।

লিলি। এইখানেই আমি থাকব মা। মৃত্যু ছাড়া কেউ আমাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

মাকে জড়াইয়া ধরিল, ললিত অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। কিছুকাল কেহ কোন কথা কহিল না। মিঃ দাস অনেকক্ষণ মাথা নীচু করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেন। তারপর যেন আপন মনেই কহিলেন

মিঃ দাস। না। বিয়ের দাবীকে আমরা ব্যর্থ করে দিতে পারি না। স্ত্রী স্বামীর সহচরী, সহধর্ম্মিণী, স্বামীর পাশেই তার স্থান।

ইজিচেয়ারে শুইয়া চোখ বুজিয়া বলিলেন

ললিত, যখন ইচ্ছে, যেখানে ইচ্ছে লিলিকে নিয়ে তুমি যেতে পারো।

লিলি। বাবা তুমিও এই কথা বলচ ?

মিঃ দাস। বলতে বুক ফেটে যাচ্ছে মা, তবুও বলচি। স্বামীর সঙ্গে স্বামীর ঘরেই তুমি যাও।

মিঃ দাস ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন

লিলি। মা গো!

মায়ের কাঁধে মাথা রাখিল

মিসেস দাস। চল মা, আমরা ওঁর কাছেই যাই।

লিলিকে লইয়া চলিয়া গেল। তাহারা চলিয়া যাইবার পর ললিত দু-বাহু উর্দ্ধে তুলিল

ললিত। মুক্ত! মুক্ত আমি!

ললিত। মিনতি, তোমার সাহায্য না নিয়েও লিলিকে আমি জয় করব.।

মিনতি। যে কুঁড়ি আপনি ফোটে না, জোর করে তাকে ফোটানো যায় না।

ললিত। তাই নাকি মিনতি দেবী!

মিনতি। এরই মাঝে পরিহাস বন্ধু?

ললিত। শেষ দেখবার জন্য নিমন্ত্রণ রইল। শুধু যাবার আগে তার কোরো।

মিনতি। ধন্যবাদ! কিন্তু লিলি গেলে আমাকেও যে যেতে হবে, এ-কথা তোমার কেন মনে হয়নি?

ললিত। তোমাকেও যেতে হবে! কেন?

মিনতি। নইলে তোমার ওই কমল-কলি কে ফুটিয়ে তুলবে?

দুই হাতে ললিতের দুই কাঁধ ধরিয়া হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল। দ্রুত যবনিকা পড়িল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

লোকালয়ের বহু দূরে এক বনানীর একটা অংশ। বড় বড় গাছ আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। লতা-গুল্মেরও অভাব নাই। ছোট-ছোট প্রস্তরখণ্ডও ইতস্তত দেখা যাইতেছে। সেই বনের মাঝ দিয়া একটি রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। একখানি মোটর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মঞ্চের পুরোভাগে একটি মোটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া মিনতি বসিয়া আছে। একটি ফার-কোট গায়ে দিয়া লিলি স্বল্প-পরিসর স্থানে দ্রুত পায়চারি করিতেছে। মোহন মোটরের এঞ্জিন দেখিতেছে। মোহনের বয়েস দেখিয়া মনে হয় বাইশ তেইশের বেশি হইবে না ; সুন্দর যুবক। একটা আগুনের ধুনি জ্বলিতেছে। চাঁদের আলোয় বন প্লাবিত।

মোহন এঞ্জিন দেখিতে দেখিতে

মোহন। দোষ আমারই।

লিলি দ্রুত তাহার দিকে ঘুরিল

লিলি। বার বার ওই একই কথা কেন বলচ, বলত !

মোহন। কল-কব্জা সম্বন্ধে কিছুই না জেনে গাড়ী চালানো সত্যিই একটা অপরাধ।

মাথা তুলিয়া কহিল

লিলি। Rubish !

আবার পায়চারি করিতে লাগিল

মিনতি। ড্রাইভ করতে তুমি ত বেশ পার, মোহন !

মোহন। তাই কি ছাই ভালো পারি?

মিনতি। বেশ পার। Go ahead!

মিনতি অন্যদিকে মুখ ঘুরাইল। লিলি দ্রুত তাহার কাছে অগ্রসর হইল

লিলি। What do you mean to say মিনিদি?

মিনতি। মোহন ছেলেমানুষ, ঘাবড়ে গেছে! তাই ওকে একটু উৎসাহ দিলুম।

লিলি। তোমার কণ্ঠে ব্যঙ্গের সুর কেন?

মিনতি। কই, না ত!

লিলি। আমি কি এতই বোকা, মিনিদি?

মিনতি। কী করলে বলত মোহন। বনে বাঘ-ভল্লুকও ত থাকতে পারে।

মোহন। না, না, বাঘ-টাঘ এদিকে বড় দেখা যায় না।

লিলি। আর থাকলেই বা কি করচি বল!

মিনতি। নাঃ, করবার কিছু নেই, কিন্তু ভাববার আছে অনেক। আচ্ছা মোহন, গাড়ীর এঞ্জিন কি এমন বিগড়ে গেছে যে আর কিছুকাল চেষ্টা করেও তুমি মেরামত করতে পারতে না?

লিলি। মোহন, কিছুতেই তুমি এ প্রশ্নের জবাব দিয়ো না। আমি বলচি, তুমি জবাব দিয়ো না।

মিনতি। কেন দেবে না?

লিলি। ওই প্রশ্নের পিছনে অত্যন্ত অপমানকর একটা ইঙ্গিত রয়েচে।

মিনতি। না লিলি, প্রশ্নের পিছনে রয়েচে ভয়, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা…

লিলি। কিসের এত ভয় শুনি ?

মিনতি। জানোয়ারের।

লিলি। কোথায় জানোয়ার ?

মিনতি। তারা যে হঠাৎ দেখা দেয় লিলি। দেয় না মোহন ?

লিলি। কেন ওই ছেলেমানুষকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্চ মিনিদি ? মোহন, আর পরিশ্রম তুমি কোরো না। এস এক যায়গায় আমরা বসি।

মোহন আগাইয়া আসিল

বোস ওইখানে।

মিনতির পাশে বসাইয়া দিল

মোহন। গাড়ীখানা খারাপ না হলে, এতক্ষণ আমরা বাড়ী পৌঁচে যেতুম।

লিলি মোহনের পাশে একটা পাথরের ওপর বসিল

লিলি। মায়ের জন্যে তোমার মন কেমন করচে মোহন ?

মোহন মাথা ঘুরাইয়া তাহার দিকে চাহিল

মোহন। কি যে বলেন আপনি !

লিলি। মায়ের জন্যে মন কেমন করা লজ্জার কথা নয়। আমার যে মা-বাবার জন্যে দিন-রাত মন কেমন করে। এই যে গাড়ী খারাপ হয়ে যাওয়ায় আমাদের আজ এই বনেই রাত কাটাতে হচ্ছে,—এ-সময় আমার বাবা যদি কাছে থাকতেন, তাহলে এমন গল্প ফেঁদে বসতেন যে রাতটা কোথা দিয়ে কেটে যেত, তা আমরা বুঝতেও পারতুম না।

মিনতি। এঞ্জিনিয়ার সাহেব থাকলে কি করতেন লিলি ?

লিলি। তাঁকে আমার চেয়ে তুমিই ভালো জান।

মিনতি। আমি বলতে পারি তিনি কি করতেন। ঘুরে ঘুরে দেখতেন মাটির নীচে কয়লা পাওয়া যায় কি না।

মোহন। তিনি হয়ত আমাদের খুঁজতে বেরিয়েচেন।

লিলি। আমরা যদি তাঁর ঠিকেদার হতুম, তাহলে আমাদের অদর্শনে নিশ্চিতই তিনি ব্যাকুল হযে বেরিয়ে পড়তেন। কিন্তু আমরা ত তা নই।

মোহন। এঞ্জিনিয়ার সাহেবকে দেখলে আমার ভয় হয়। এমন গম্ভীর তিনি।

মিনতি। তাঁর মেমসাহেব কিন্তু তেমন নন।

মোহন। সত্যি! আপনাকে কিন্তু ভয় হয় না।

মিনতি। দেখলেই দাঁত বার করে হাসতে ইচ্ছে হয়।

লিলি। ওর সঙ্গে কেন লাগচ বলত!

মিনতি। লাগব না! এই গহন বনে কার জন্যে আমাদের রাত কাটাতে হচ্ছে?

লিলি। ওর দোষ কি। ওকে ত আমরাই এনেছিলুম।

মিনতি। কিন্তু গাড়ীর কলও কি আমরা খারাপ করে দিয়েছিলুম?

লিলি। ও কি ইচ্ছে করে তা করেচে?

মিনতি। কিছু না জেনে গাড়ী চালাবার সখ ভালো নয়।

লিলি। ও যতটুক চালিয়েচে, তার চেয়ে ঢের বেশি চালিয়েচি আমি। হয়ত আমারই দোষে কল খারাপ হয়েচে।

মোহন। না, না আমারই দোষে।

লিলি। হয়েচে, বেশ হয়েচে। এত আফ্‌শোষ কিসের? আমার কাছে বনও যা গৃহও তা!

মিনতি। যথারণ্যং তথা গৃহং!

লিলি। নয় কি?

মোহন। আপনি কি এতই অসুখী?

মিনতি। Buck up, boy, buck up!

লিলি। ফের মিনিদি!

মিনতি। ওকে উৎসাহ দিচ্ছি, ছেলেমানুষ, পাছে ঘুমিয়ে পড়ে।

লিলি মোহনের কাঁধে দুই হাত রাখিল

লিলি। তোমার ঘুম পাচ্ছে মোহন?

মোহন। নাঃ। এম্নি করে সারারাত আমি বসে কাটাতে পারি।

মিনতি। Cheerio!

লিলি। মিনিদি, তুমি যে ইংরিজি জান মোহন তা বুঝেচে।

মিনতি। কিন্তু আমি যে Psychologyও বুঝি তা জানলে ও চুপ করেই থাকত।

লিলি। জানলে মোহন, মিনিদি মাসিক কাগজে গল্প-টল্প লেখে।

মোহন। ও, আপনি একজন লেখিকা!

মিনতি। And an old maid too!

লিলি। সে খবরটা ওকে দিয়ে লাভ কি মিনিদি?

মিনতি। Don't you know my dear that a love forlorn maiden is anxious to show her off?

লিলি। তোমার সঙ্গে কথায় কে পারবে বল।

মিনতি। সুতরাং তুমি মোহনের সঙ্গেই কথা কও।

লিলি। আর তুমি? তুমি বুঝি এখন ঘুমুবে?

মিনতি। ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ক্ষিদেয় পেট যে জ্বলে যাচ্ছে।

মোহন। খাবার ত গাড়ীতেই রয়েচে।

মিনতি। কিন্তু তাতেই ত পেট ভরবে না। যাই, নিয়ে আসি।

লিলি। একা পারবে তুমি?

মিনতি। জীবনেই দোসর পেলুম না যখন, তখন এই বনে কি আর পাব?

মিনতি উঠিয়া দাঁড়াইল

মোহন। চলুন, আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।

লিলি। বাঃ রে! আমি বুঝি একা থাকব?

মোহন। চলুন আমরা তিনজনেই যাই।

মিনতি। হায়রে বোকা ছেলে! তুমি জাননা two is company but three is none! আমি একাই চল্লুম।

মিনতি অগ্রসর হইল

লিলি। দরকার হলে আমাদের ডেকো, মিনিদি।

মিনতি গিয়া মোটরে উঠিয়া টিফিন বাস্কেট হইতে খাবার বাহির করিতে লাগিল

মোহন। মিনতি দেবী সাম্নে থাকলে আমি ভালো করে কথা কইতে পারি না।

লিলি। এখন ত নেই! এখন ভালো করে কথা কও।

মোহন। কি কইব!

লিলি। তোমার যা ইচ্ছে।

মোহন। আমার কি বলতে ইচ্ছে হচ্ছে জানেন? আমার বলতে ইচ্ছে হচ্ছে গাড়ীর এঞ্জিন বিগড়ে ভালোই হয়েচে।

লিলি। তারপর?

মোহন। তারপর কি!

লিলি। কেন ভালো হয়েচে, বলত।

মোহন। বেশ একটা নতুন experience হোলো।

লিলি। এই বনে রাত কাটানো?

মোহন। না।

লিলি। তবে?

লিলি মোহনের পাশে বসিল

মোহন। আপনার স্নেহের পরশ, আপনার সান্নিধ্য পাওয়া গেল।

লিলি। তোমার ভালো লাগচে মোহন?

মোহনের হাত ধরিল

মোহন। হাঁ, বড্ড।

লিলি। আমারো ভালো লাগচে।

হাত ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল

মোহন। উঠ্‌লেন যে!

লিলি। আমার এত ভালো লাগচে যে স্থির হয়ে আমি বসতে পারচি না।

নীরবে একটুখানি ঘুরিল। তারপর মোহনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

আমার কি নতুন experience হোলো জান, মোহন?

মোহন। না বল্লে কেমন করে জানব?

লিলি। Guess it.

মোহন। আপনার কথা, আমি কি করে বলব?

লিলি। এই experience হলো যে রাতটা যারা ঘরের ভেতর ঘুমিয়ে কাটায়, তারা কৃপার পাত্র। এম্নি চাঁদনি-রাতে পৃথিবীতে রূপের বন্যা বয়ে যায় আর ঘুম-কাতুরে যারা, তারা তা উপভোগ করতে পারে না।

মোহন। আমি আজ একটুও ঘুমুবো না।

লিলি। কি করবে?

মোহন। আপনার দিকে চেয়ে থাকব।

লিলি। তাহলে তুমি ঠকবে, মোহন!

মোহন। কেন?

লিলি। পৃথিবীর এই অপরূপ সৌন্দর্য্য তুমি দেখতে পাবেনা।

মোহন। পৃথিবীর সব সৌন্দর্য্য যে আপনারই দেহে ঠাঁই নিয়েচে।

লিলি। এ-কথা কেউ ত আমাকে কখনো বলেনি।

মোহন। এমন করে আপনাকে দেখবার সৌভাগ্য কারু তাহলে হয়নি

লিলি। তুমিত বেশ গুছিয়ে বলতে পার মোহন।

মোহন। মিনতি দেবী কাছে থাকলেই সব কেমন গুলিয়ে যায়।

লিলি। মিনিদিকে ভয় কোরোনা মোহন। মিনিদি এমন মায়া জানে যাতে সকলে সহজেই তার বশ হয়। আমার বিয়ে সহজ করে দিয়েচে কে জান? মিনিদি!

মোহন তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। লিলি সহসা মোহনের মুখামুখি বসিল।

আচ্ছা মোহন, আমাকে দেখচ ত! দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে?

মোহন। মনে হচ্ছে আজকার রাত যেন অন্তহীন হয়, যুগান্তেও যেন তা না পোহায়!

লিলি। That's absolute flattery!

মোহন। No, that's my soul's desire.

লিলি। ও কথা থাক। তুমি আমায় বল মোহন আমাকে দেখে কি মনে হয় যে আমি ভালোবাসতে জানি না?

মোহন। কেউ কি কখনো সন্দেহ প্রকাশ করেছিল?

লিলি। অনেকেই করে।

মোহন। তারা কৃপার পাত্র।

লিলি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল

হাসচেন?

লিলি। তুমি বেশ বিজ্ঞের মত কথা বলতে পার।

মোহন। মুহূর্ত্তের ভালোবাসা মানুষকে যুগের অভিজ্ঞতা এনে দেয়!

লিলি। তুমি তাহলে ভালোবেসেচ? এত অল্প বয়েসে!

মোহন। আমার বয়েস কত জানেন? বাইশ!

লিলি। বা-ই-শ!

মোহন। বিস্মিত হচ্ছেন ?

লিলি। আমার চেয়ে বড় !

মোহন। হাঁ, চার পাঁচ বছরের।

লিলি। But you look so young।

মোহন উঠিয়া দাঁড়াইল। লিলির কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিল

মোহন। Am I in anyway worse for that ?

লিলি। No. You are beautiful !

মোহন হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিতে যাইতেছিল

মিনতি। (নেপথ্য হইতে) একটু এগিয়ে এস না লিলি ? আমি আর বইতে পারচি নে।

মোহন। May I help you ?

মোহন চলিয়া গেল। লিলি পাথরের উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মিনতি। আমার সন্দেহ হচ্ছে মোহন, ধরিত্রী কি সত্যিই নারী ! এত ভার তিনি কি করে বহন করচেন ?

মোহন। দিন, আমাকেই দিন।

মোহন মিনতির হাতের বোঝা লইতে উদ্যত হইল। মিনতি তাহাই চাপাইয়া দিল।

মিনতি। মোহন নিজেই বোঝা তুলে নিল।

মোহন। ভাবচেন চিনির বলদের মত বোঝা বইবই, খেতে পাব না !

মিনতি। তোমাদের ত ক্ষিদে নেই।

মোহন। তখন ছিল না। এখন হয়েচে।

মিনতি। ভাগ্যিস আমি আনলুম।

মোহন। আপনার সাহায্য চিরকাল মনে থাকবে।

মোহন গাড়ীর কাছে গেল

মিনতি। চিরকাল মনে রাখবার মত কিছু ঘটেচে নাকি, লিলি?

লিলি। যে বলচে, তাকেই জিজ্ঞেস কর।

মোহন দুখানা কম্বল, কুশন লইয়া আসিল

মোহন। কম্বল একখানা বিছিয়ে ফেলি।

কম্বল বিছাইয়া কুশান রাখিয়া

আসুন, বসা যাক্।

মিনতি। এস লিলি!

লিলি। তোমরা বোস মিনিদি, আমার ক্ষিদে নেই।

মিনতি খাবার বাহির করিতে লাগিল

মিনতি। সেই সকালে খেয়ে বেরিয়েচ।

মোহন লিলির কাছে গেল

মোহন। আসুন, কিছু মুখে দিতেই হবে।

লিলির হাত ধরিল

একি! কাঁপচেন কেন?

স্বামী-স্ত্রী

লিলি। আমার বড় শীত করচে।

মিনতি। এই আগুনের কাছে এসে বোস।

লিলি আগুনের পাশে কম্বলের উপর বসিল। মোহন আর একটা কম্বল লইয়া লিলির পায়ে চাপা দিয়া দিল।

মোহন। বেশ করে বসুন।

লিলি। ক্রাই আমি চাই না।

মোহন। এই যে স্যাণ্ডউইচ রয়েচে।

লিলির হাতে তুলিয়া দিল

মিনতি। তুমি এই সন্দেশটা নাও মোহন।

মোহন। ফাউল রোষ্ট ফেলে?

মিনতি। Are you very fond of meat?

মোহন। Very!

লিলি। রাত কটা হোলো?

মোহন। বারোটা।

লিলি। আমি আর খেতে পারচি না মিনিদি।

মিনতি। এইটুকু খেয়ে নাও বোন।

মোহন। We are gypsies!

মিনতি। নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে নাকি?

লিলি। আগুনটা নিভে যাচ্ছে মিনিদি।

মিনতি। মোহন খানকত কাঠ ফেলে দেবে এখন।

মোহন। তেমন শীত ত নেই আজ।

মিনতি। হিম পড়চে। গাড়ীতে গিয়ে হুডের নীচে বসলেই ভালো হয়।

মোহন। সেই বাইরেই যদি থাকতে হোলে, তাহলে বদ্ধ যায়গায় আর কেন?

মিনতি। সব বাঁধন-ছেঁড়বার তাগিদ এসেচে নাকি!

মোহন। বলুন ত, মুক্ত জীবনের এ আনন্দ কজনার ভাগ্যে জোটে!

মিনতি। লিলি, সত্যিই তুমি আর খাবে না?

লিলি। আর পারচি না, মিনিদি।

মিনতি ও মোহন নীরবে খাইতে লাগিল

মিনিদি!

মিনতি। কি বোন?

লিলি। তোমার শরীর ভালো নয়।

মিনতি। হাঁ, সেই পাঁজরের বেদনাটা আবার একটু কষ্ট দিচ্ছে।

মোহন। আমি ভাবচি gypsyর জীবনে কি আনন্দ। ঘর বাঁধবার ভাবনা নেই।

মিনতি। ঘর ভাঙতে তুমি এত ব্যাকুল কেন, মোহন?

লিলি। ঘর কি, তাই যে ও জানলে না। আমিও জানলুম না।

মিনতি। আমিই শুধু জেনেচি! না?

লিলি। তুমিও নও মিনিদি।

মোহন। তিনটি গৃহহারা ছন্নছাড়া আজ আমরা একত্র মিলেচি।

লিলি। কিন্তু কেউ আমরা আনন্দ করতে পারচি না।

মিনতি। ঘরের ডাক এখানেও এসে আমাদের উতলা করে দিচ্ছে।

মোহন। একটি রাতের জন্যও কি আমরা তা উপেক্ষা করতে পারিনা।

লিলি। পারি না, মিনিদি ?

মিনতি। মনে গ্লানি না থাকলেই পারি।

মোহন হাত ধুইতে দূরে সরিয়া গেল

লিলি। আচ্ছা মিনিদি, আমি কাউকে ভালোবাসি না এ-কথা কি সত্য ?

মিনতি। আগে যা সত্য ছিল, এখন হয়ত তা সত্য নেই।

লিলি। কতদিন আমাকে শুন্তে হয়েচে যে আমি ভালোবাসতেই জানি না।

মিনতি। যখন তা শুনেছিলে, তখন হয়ত সত্য কথাই শুনেছিলে।

লিলি। কিন্তু আমি যদি প্রমাণ করে দিতে পারি যে ভালোবাসতে আমি জানি।

মিনতি। আমি বিস্মিত হব না।

লিলি চুপ করিয়া রহিল। তারপর প্রথমে গুনগুন করিয়া পরে গলা ছাড়িয়া গাহিতে লাগিল

গান

(তব) কানন-পথের ধারে যে ফুল ঘুমায় প্রিয়,
(তারে) বরণ মালায় গাঁথি' (তব) কণ্ঠে দুলায়ে দিও॥
কত না মাধবী রাতে না পেয়ে তোমার দেখা,
সাথিহারা বনফুল (বুঝি) স্বপ্ন দেখেছে একা,
(তুমি) এবার জাগায়ে তারে (কর) অনুরাগে রমণীয়॥

(প্রিয়) এত' নহে শুধু ফুল, (এযে) মুদিত ভীরু হৃদয়,
(জেনো) গোপনে লুকানো আছে (তার) যত মধু সঞ্চয় ;
(তুমি) বনের কুসুম সাথে (এই) মনের কুসুম নিও ॥

লিলির গান শেষ হইতে না হইতেই মোহন অন্তস্থান হইতে গান ধরিল এবং গাহিতে গাহিতে লিলির কাছে আগাইয়া আসিল

গান

দক্ষিণ সমীরণ ডাকে, শোনো শোনো হে নিশিগন্ধা !
(তব) জাগার সাথী (জাগে) এ মায়া রাতি, হে নিশিগন্ধা !
(জাগো) আধো-আলো আধো-জোছনাতে
(জাগো) মুকুলিত নব কামনাতে,
(আজি) গুঞ্জরে তোমারে ঘিরে
মোর যত গান মধুচ্ছন্দা
জাগো জাগো হে নিশিগন্ধা ॥

মোহনের গান শুনিয়া মিনতি উঠিয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইল। মোহনকে লিলির কাছে উপস্থিত হইতে দেখিয়া ডাকিল

মিনতি। মোহন ! দিনের আলো যখন দেখা দেবে তখন আমাদের মুখের দিকে অসঙ্কোচে চেয়ে দেখতে পারবে ?

মোহন। না পারবার মত কোন কাজ ত করিনি।

মিনতি। লিলি পর-স্ত্রী, তা ভুলো না। তুমি যে ছেলেমানুষ নও, তাও ভুলো না।

মোহন। আমি তা ভুলিনি। ছেলেমানুষ নয় বলেই ত আমি বুঝেচি লিলি কারু 'স্ত্রী' নয়।

মিনতি। চুপ! ওর ঘুম বড় হাল্কা।

লিলি। আমি ঘুমুইনি মিনিদি।

মিনতি তাড়াতাড়ি তাহার মাথার কাছে গিয়া বসিল

মিনতি। বেশ ত আমার কোলে মাথা রেখে তুমি ঘুমোও বোন।

কোলে মাথা তুলিয়া লইল

লিলি। মোহনকে তুমি বকো না মিনি-দি। মোহনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

মিনতি। কারণ?

লিলি। তোমরা তা না-ই শুনলে।

মিনতি। কাকে শোনাবে?

লিলি। শোনাবার দিন যদি আসে, তাহ'লে লোকের অভাব হবে না।

দুজনেই চুপ করিয়া রহিল।

মিনিদি, বাইরের একটি রাত ভেতরে এত বড় পরিবর্ত্তন এনে দিতে পারে?

মোহন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মিনতি খুক খুক্ করিয়া কাসিতে লাগিল। লিলি উঠিয়া বসিল।

মোহন। আপনাদের সত্যিই অসুবিধে হচ্ছে। আমি ওই দিকে গিয়ে বসি।

লিলি খপ্ করিয়া তাহাকে ধরিল

লিলি। সত্যিই যখন অসুবিধে হবে, আমরা তখন তা বলতে পারব।

মোহন। কিন্তু সব কথাই কি আপনারা বলে বোঝান?

মিনতি। না-বলা কথাও তুমি বুঝতে শিখেচ মোহন?

লিলি। মিনিদি, তোমার কি খুবই কষ্ট হচ্ছে?

মিনতি। ব্যথাটা বেড়েই চলেচে। বোধ হয় ঠাণ্ডা লেগে।

লিলি। তুমি গাড়ীতে গিয়ে বোস, মিনিদি।

মিনতি। তুমিও সঙ্গে চলো না।

মিনতি উঠিয়া দাড়াইল

লিলি। না, আমি একটু বাইরে থাকি।

মিনতি বুক চাপিয়া কাসিতে লাগিল

লিলি উঠিয়া দাঁড়াইল

লিলি। তোমার কাসিটা হঠাৎ বেড়ে উঠল, হিমে আর দাঁড়িয়ো না তুমি।

মিনতি তাহার দিকে চাহিয়া হাসিল

হাসচ যে!

মিনতি। ললিতের কথা মনে পড়ে গেল।

লিলি। তার কথাই কি আমাদের জপের মন্তর হবে?

মিনতি। শোনই না। সে যেদিন বিদ্রোহ ঘোষণা করল, সেদিন আমাদের বাড়ীর কথা তুলে সে বল্ল, এ-বাড়ীতে সবাই চুপি চুপি কথা কয় আর বসে বসে কাসে। সত্যি! এই কাসিই আমাদের কাল।

লিলি। চল তোমায় মোটারে বসিয়ে রেখে আসি।

মিনতি। যাতে কেসে তোমাদের বিরক্ত না করি?

লিলি। যা ইচ্ছে বল। কিন্তু ভুলো না তোমার অসুখ হলে আমাদের একটি দিনও চলবে না।

মিনতি। তোমাদের চালিয়ে নিতেই ত আমি জন্মিছি!

লিলি। মিনিদি।

মিনতি। কিছু ভেবে বলিনি, লিলি!

লিলি। তুমি এস।

তাহাকে লইয়া মোটরে বসাইল। গায়ে একটা কম্বল জড়াইয়া দিল।

বেশ সাবধানে থেকো কিন্তু।

ফিরিয়া আসিয়া কম্বলে বসিল

লিলি। আচ্ছা মোহন, আমরা যে গান গাইলুম, তা তোমার কেমন লাগল?

মোহন কাছে আসিল

মোহন। চমৎকার!

লিলি। আমাদের গান কি সবারই ভালো লাগে?

মোহন। দুর্ভাগা সে, যার ভালো লাগবে না।

লিলি। কিন্তু এমন করে রোজ আমি গাইতে পারি না। কেন পারি না বলতে পার?

মোহন। হয়ত এখানে সঙ্কোচ করবার কিছু নেই বলে।

লিলি। সঙ্কোচের কারণ কখনোই আমার কিছু থাকে না। জান

মোহন, কখনো কেউ আমাকে শাসন করেনি, কেউ কখনো আমার কোন কাজের প্রতিবাদ করেনি। শুধু···

মোহন। শুধু এঞ্জিনিয়ার সাহেব করেচেন।

লিলি। কি করে জানলে তুমি।

মোহন। না জানলেও আমি বুঝতে পারি।

লিলি। এইখানে এসে বোস না তুমি।

মোহন বসিল

লিলি। আমার সব চেয়ে ব্যথা কি জান ?

মোহন। এঞ্জিনিযার সাহেবের অবহেলা।

লিলি। না। আমার সব চেয়ে বড় ব্যথা, যে আমি মা-বাবার কাছে থাকতে পাইনে।

মোহন। তাঁদের কাছে যেতে আপনার ইচ্ছে হয় ?

লিলি। হয় না ?

মোহন। তবে যান না কেন ?

লিলি। যাবার উপায় নেই বলে।

মোহন। এখানে যেমন করে এলেন, তেমন করেই যদি কোন দিন চলে যান ?

লিলি। এখানে তবু বন আশ্রয দিয়েচে, কিন্তু বাপ-মা তাও দেবেন না।

মোহন। তাড়িয়ে ত দিতে পারবেন না।

লিলি। তা দেবেন না। কিন্তু ভালো করে আমার সঙ্গে কথাও কইবেন না, হয়ত সাহেবকে তার করবেন, তিনি গিয়ে ধরে আনবেন।

মোহন। তিনি ধরে আনবেন কেন ?

লিলি। তাঁর যে অধিকার রয়েচে।

মোহন। কিসের অধিকার ?

লিলি। তুমি জান না, আইন স্বামীদের কি অধিকার দিয়েচে, সমাজ তাদের কি অধিকার দিয়েচে ?

মোহন। আমি আইনও জানি না, সমাজও মানি না।

লিলি। সিবিলিয়ানের মেয়ে আমি, তাই আমাকে প্রথমটা জান্তে হয়েচে, আর দ্বিতীয়টা মানতে হয়েছে আমার মা খাঁটি ব্রাহ্মণের বংশে জন্মেছিলেন বলে।

মোহন। আপনারা ব্রাহ্ম, না হিন্দু ?

লিলি। কিছুই নই।

মোহন। খৃষ্টান ?

লিলি। তাও নই।

মোহন। সে কি !

লিলি। হতাশ হলে ?

মোহন। কেন ?

লিলি। কোন ধর্ম্মেরই নয় বলে ?

মোহন। দেখুন, একটু আগে আমি বলেছিলুম আপনি কারু স্ত্রী নন। তারপর বুঝলুম আপনি কারু কন্যাও নন, এখন শুনচি আপনি কোন ধর্ম্মেরও নন।

লিলি। কি বুঝলে ?

মোহন। বুঝলুম আপনিই আমার আদর্শ নারী।

লিলি   তার মানে ?

মোহন। নাবীর যা হওয়া উচিত আপনি ঠিক তাই।

লিলি। নারীর কি হওয়া উচিত ?

মোহন। কথাটা ভালো শোনাবে না।

লিলি। তবুও বল।

মোহন। জাত, কুল, সংস্কার সবই তুচ্ছ করে তার আত্মপ্রকাশ করা উচিত।

লিলি। আর নরের ?

মোহন। তারও তাই করা উচিত।

লিলি। এমন নর-নারী ক'টি তুমি দেখেচ, মোহন ?

মোহন। একটি নারীই দেখিচি।

লিলি। সে ত আমি !

মোহন। হাঁ।

লিলি। আর নর ?

মোহন। তেমন কারু সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি।

লিলি। হয়ত একটিও নেই ?

মোহন। নিজে যতক্ষণ বেঁচে রয়েচি, ততক্ষণ সে-কথা বলতে পারি না।

লিলি। ও, তাহলে অদ্বিতীয় সেই নর হচ্ছ তুমি !

মোহন। আপনি আমাকে ঠাট্টা করচেন ?

লিলি। মোটেও না। আচ্ছা মোহন, আদর্শ নর তুমি, আর আদর্শ নারী আমি, যদি কোথাও মিলনের একটা যায়গা করতে পারি ?

মোহন। তাও কি সম্ভব ?

লিলি। ধর যদিই সম্ভব হয় ?

মোহন। তাহলে আমরা নতুন সমাজ গড়তে পারি, মানুষকে নব-জীবনের অধিকারী করতে পারি। পারবেন আপনি ? আসবেন আমার সঙ্গে ?

লিলি। কোথায় !

মোহন। যেখানেই হোক্।

লিলি। যদি নরকে নিযে যাও ?

মোহন। আর যদি স্বর্গে স্থান দি !

লিলি মোহনের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিল। তারপর হাসিল।

লিলি। তুমি অনেক অর্থহীন কথা বলতে পার, মোহন।

মোহন। অর্থহীন !

লিলি। হাঁ। কিন্তু, তবুও শুন্তে তা ভালো লাগচে।

মোহন। আমার কথা শুন্তে আপনার ভালো লাগচে !

লিলি। হাঁ। রোজ রোজ প্রেম আর জীবন সম্বন্ধে তত্ত্বপূর্ণ উপদেশ শুনে শুনে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়িচি। তাই আজ তোমার অর্থবিহীন কথাও আমার ভালো লাগচে।

মোহন। Do you expect me to take this as a compliment ?

লিলি। শুধু তোমার কথাই ভালো লাগচে না মোহন, তোমাকে

দেখতেও বড় ভালো লাগচে। তোমার চোখ থেকে থেকে জ্বলে উঠ্‌চে, তোমার গলার শিরা ফুলে উঠ্‌চে, হয়ত গাল দু'খানিও লাল হয়ে উঠেচে। মোহন, তুমি সত্যিই সুপুরুষ!

মোহন। মিথ্যে বলব না সুপুরুষ বলে মনে মনে সত্যিই আমার অনেকখানি অহঙ্কার ছিল। কিন্তু···

লিলি। কিন্তু?

মোহন। কিন্তু যতই আপনাকে দেখচি, আপনার ওই দুটি চোখ, ওই দু'খানি ঠোঁট··

লিলি। মোহন! মোহন!

আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। মোহন তাহার হাত দু'খানি চাপিয়া ধরিল।

মোহন। বলুন, কি আপনি চান?

লিলি। তোমার ঠোঁট নড়চে···তোমার গা কাঁপচে···তোমার চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে···

মোহন। হাঁ, হাঁ, আমি জানি আমি সুপুরুষ।

মোহন লিলিকে বাঁ হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিল। মিনতি নিঃশব্দে গাড়ী হইতে নামিয়া আসিল।

লিলি। মোহন!

মোহন। আমি শুধু সুপুরুষই নই লিলি, শক্তিমান পুরুষও আমি।

লিলি ডান হাত দিয়া মোহনকে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতে করিতে বাঁ-হাত কামড়াইতে লাগিল।

মিনতি। শক্তির পরিচয় সত্যিই যদি দিতে পার, তাহলে আমরা স্বীকার করব তুমি শক্তিমান পুরুষ!

লিলিকে ছাড়িয়া দিয়া মোহন মিনতির দিকে চাহিল।

উঠে এস।

মোহন উঠিয়া গিয়া তাহার সাম্নে দাঁড়াইল

শক্তির দম্ভ করতে তোমার লজ্জা করেনা, কাপুরুষ! এতখানি ছলনা এই বয়েসেই তুমি শিখেচ!

লিলি ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল

শক্তিমান পুরুষ! কেন তুমি মিথ্যে কথা বলে এই গভীর রাতে আমাদের এই গহন বনে ফেলে রেখেচ? এই তোমার শক্তির পরিচয়!

লিলি। মিনিদি।

মিনতি। ওইখানে দাঁড়িয়ে শোন লিলি, শক্তিমান, সত্যবাদী ওই সুপুরুষ মিথ্যে করে আমাদের বলেচে যে মোটারের এঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে।

লিলি। সে কথা মিথ্যে!

মিনতি। পারে অস্বীকার করুক!

লিলি মোহনের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল

লিলি। সে কথা কি মিথ্যে, মোহন?

মোহন মাথা নীচু করিল

মিনতি। বল শক্তিমান সত্যাশ্রয়ী পুরুষ !

মোহন। মিথ্যে।

লিলি। মিথ্যে কথা বলে সারা রাত কেন তুমি আমাদের এই বনে ফেলে রাখলে ?

মিনতি। কেন রেখেচে তা কি এখনও বোঝনি ?

লিলি। এত নীচ তুমি !

মিনতি তাহার ওভার কোটের পকেট হইতে একটা রিভলভার বাহির করিয়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

মিনতি। দেখচ আমার হাতে এটা কি ?

মোহন। আপনি···আপনি কি আমাকে খুন করবেন ?

লিলি। মিনিদি, এবারটি ওকে ক্ষমা করো।

মিনতি। শক্তির পরিচয় দিতে সাহস হয় ?

লিলি। মিনিদি, তুমিও কি ক্ষেপে গেলে !

মিনতি। এখন একবার ওর মুখের দিকে ভালো করে চেয়ে দ্যাখত লিলি, দ্যাখত ও কেমন সুপুরুষ ! ভয়ে ঠোঁট সাদা হয়ে গেছে, চোখ পাথরের চোখের মত ঘোলাটে হয়ে গেছে, নিটোল সেই গাল গেছে চুপসে···দ্যাখ আর বল ওই কি সেই সুপুরুষ !

লিলি। মিনিদি ! ক্ষমা করো, আমাকেও তুমি ক্ষমা করো।

মিনতি। 'পার বীর ? পার শক্তির পরিচয় দিতে ? অবলা ভেবে যে লিলির সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছিলে সেই লিলিও

পারে অব্যর্থ লক্ষ্যে একটা গুলি ছুঁড়ে তোমার ওই গোবর-পোরা মাথার খুলি উড়িয়ে দিতে। আমিও পারি। চাও আমাদের শক্তির পরিচয় ?

মোহনকে লক্ষ্য করিয়া রিভলভার ধরিল

লিলি। মিনিদি! মিনিদি!

ললিত। (দূর হইতে) লিলি! লিলি!

লিলি। মিনিদি, আর ভয় নেই। ও এসেচে। এই যে আমরা এখানে।

ললিত কাছে ছুটিয়া আসিল

ললিত। ভালো আছ ত লিলি!

লিলিকে বাহুপাশে বাঁধিল। মিনতিকে দেখিয়া ছুটিয়া তাহার কাছে গেল।

মিনতি। তোমার হাতে রিভলভার কেন? গুলি ছুঁড়ে কাকে তুমি মারবে ?

মিনতি। একটা জানোয়ার বেরিয়েছিল, ভয় পেয়ে আবার তার গর্ত্তে ঢুকেচে। হয়ত আবারো বেরুবে।

ললিত। চল, এখন বাড়ী ফিরি।

মিনতি মোহনের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল

মিনতি। জানলে মোহন, এম্নি করে রিভলভার ধরলে লক্ষ্য কখনো ব্যর্থ হয়না।

ললিত। মোহন বুঝি খুব ভয় পেয়েছিল ?

মিনতি। মোহন জানোয়ার দেখিয়েচে।

হাতে রিভলভার নাড়িতে নাড়িতে মোহনের দিকে চাহিয়া কহিল

কিন্তু বিভলভারের কথা ভাবেনি।

দ্রুত যবনিকা পড়িল

তৃতীয় অঙ্ক

ললিতের বসিবার ঘর। ঘরখানি অবিকল মিঃ দাসের ঘরের অনুরূপ, মায় আসবাব-পত্র। কৌচে বসিয়া মিনতি একখানা বই পড়িতেছে। অর্গানে বসিয়া লিলি গান গাহিতেছে।

গান

তুমি কি ফিরে গেছ
মনের দ্বার থেকে,
ভোরের পাখী সম
মধুর স্বরে ডেকে।
আবার তুমি কবে
আমারে ডেকে লবে
(তাই) রেখেছি, মালাখানি
আঁচল তলে ঢেকে
তুমি কি ফিরে গেছ
মনের দ্বার থেকে॥

গান শেষ হইলে লিলি উঠিয়া দাঁড়াইল। একটু ভাবিয়া মিনতিকে ডাকিল

লিলি। মিনিদি!

মিনতি তাহার দিকে চাহিল

মিনিদি, একটু আগে যে বইখানা শোনাচ্ছিলে···

মিনতি। এই যে আমার হাতেই রয়েচে।

লিলি। পড় না, তার পর থেকে।

মিনতি। বেশ, শোন।

পাতা উল্টাইয়া যায়গাটা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল

মিনতি। "দৃঢ়কণ্ঠে সে কহিল—'না।' তার পর দুজনাই নীরব রহিল। প্রথম অপরাধ স্বামীই করিয়াছিল। স্বামী তাহাকে তাহার পিতৃগৃহ হইতে পরিচিত আত্মীয় বান্ধবদের নিকট হইতে বাপ-মায়ের স্নেহের কোল হইতে টানিয়া আনিযাছিল সত্য। কিন্তু তাব পর? তার পর কি সে তাহার এই কঠোরতার জন্য বার বার ক্ষমাপ্রার্থনা করে নাই? নানা রকমে সে কি তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করে নাই সে তাহাকে কত ভালোবাসে? ধনী পিতার আদরে স্ফীতা কন্যা স্বামীর প্রেম-নিবেদন প্রতিবারই প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, পদে পদে করিযাছে স্বামীর অপমান···"

লিলি। মিনিদি, সত্যিই কি তুমি ওই বই থেকে পড়চ?

মিনতি। তাই পড়চি লিলি।

লিলি। সত্যিই ওই সব লেখা রয়েচে?

মিনতি। নিজে পড়ে দেখনা।

মিনতি বইখানা তাহাকে দিল। লিলি বইখানা লইয়া পড়িয়া দেখিল। তার পর বইখানি মুড়িয়া রাখিল।

লিলি।, আমাদের জীবনের কথা। একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। কে লিখলে, মিনিদি?

মিনতি। টাইটেলেই লেখকের নাম রয়েচে।

লিলি বইখানি লইয়া আবার দেখিল

লিলি। আমার মনে হচ্ছে এটা একটা Pseudonym! কিন্তু যেই হোক, আমাদের কথা কি করে সে জানলে?

মিনতি। জেনে কি আর লিখেচে। উপন্যাসের এমন কত কথা কত লোকের জীবনে বাস্তব হয়ে দেখা দেয়—It is a mere coincidence.

লিলি। না, মিনিদি, আমার তা মনে হয়না। এ বই যে লিখেচে সে অতি হীন প্রকৃতির লোক। এই রকম একটা কিছু কোথাও সে দেখেচে। কিন্তু বাপ-মায়ের স্নেহ যে কত পবিত্র তা বোঝবার তার শক্তি নেই। তা নেই বলেই সেই স্নেহ নিয়ে সে পরিহাস করেচে। হতভাগা হয়ত জীবনে স্নেহ কখনো পায়নি। আর যদি পেয়েও থাকে, তাহলেও তার মূল্য দিতে পারেনি।

মিনতি। এতটা উত্তেজিত হবার কারণ এতে কি আছে ভাই?

লিলি। আমি সইতে পারিনা মিনিদি, স্নেহের এই অমর্য্যাদা আমি সইতে পারিনা। সন্তান মা-বাপের স্নেহকে অমূল্য বলে মনে করবেনা? একনিষ্ঠ ভালোবাসা দিয়ে মা বাবাকে তুষ্ট করতে চাইবেনা?

মিনতি। ও-প্রশ্নের জবাবও এখানে রয়েচে। শোন: "শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বার্দ্ধক্য যেমন আমাদের জীবনে পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয়, তেম্নি স্নেহের পাত্রেরও হয় পরিবর্ত্তন। আর সেই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কর্ত্তব্যও হইয়া

উঠে নিত্যই নূতন। শৈশবে পিতা-মাতার প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা রাখিতে হয়, বিবাহিত জীবনে সেই নিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি পরস্পরের, আর বার্দ্ধক্যে সন্তান-সন্ততি সেই নিষ্ঠার দাবিদার হইয়া দাঁড়ায়।"

লিলি। আর পড়তে হবে না মিনিদি। আমি আর ও-সব শুন্তে চাই না। জঘন্য বই! শুধু তুমি আমায় বলে দাও শেষটায় ওদের কি হোলো।

মিনতি। কাদের কথা জানতে চাইছ?

লিলি। ওই বইয়ের নায়ক নায়িকার।

মিনতি। মিলনান্ত নয়।

লিলি। কার জীবন ব্যর্থ দেখানো হয়েচে?

মিনতি। বল ত কার?

লিলি। (সেলাই করিতে করিতে) নিশ্চয়ই ওই স্ত্রীরই।

মিনতি। তুমি ঠিকই অনুমান করেচ। স্ত্রীর জীবনে অন্য এক পুরুষ দেখা দেয়।

লিলি। অন্য এক পুরুষ!

মিনতি। হাঁ। জীবনের কোন না কোন এক সময়ে নারীর অন্তরে প্রেমের বান ডাকে। সে সময়ে সে যদি তার স্বামীকে ভালোবাসতে না পারে, তাহলে ওই বন্যার স্রোতেই ভেসে গিয়ে পরপুরুষের কণ্ঠলগ্ন হয়। পুরুষকে ভালো না বেসে নারীর উপায় নেই—হয় স্বামী, নয় অপর কেউ!

লিলি। পরপুরুষ পর্য্যন্ত তাকে যেতে হবে!

মিনতি। তাও হবে।

লিলি। That is horrible!

আপন মনে একটু সেলাই করিল। সেলাই রাখিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মিনতি তাহাকে দেখিতে লাগিল। লিলি আবার বসিল, সেলাই তুলিয়া লইল।

তারপর, স্বামীটির কি হোলো?

মিনতি। কোন্ স্বামীর?

লিলি। তোমার ওই বইযে যার কথা লেখা রয়েছে।

মিনতি। তার অসুখ হোলো, শক্ত অসুখ। সেই সময় একজন এসে তার সেবায় আত্ম-নিয়োগ করল। পুরুষ নয়, নারী। আর সেই নারীই তাকে শান্তি দিল।

লিলি। কি করে তা হোলো মিনিদি?

মিনতি। হবারই ত কথা। স্বামীটির হৃদয ছিল শূন্য। সেই শূন্য হৃদয়ে নিজের আসন করে নিতে শুশ্রূষাকারিণী সুভাষিণীর বেগ পেতে হবে কেন?

লিলি। এই নারীর পরিচয় কি রয়েচে?

মিনতি। মামুলি হতাশ-প্রেমিকা। ব্যর্থ প্রেমের- স্মৃতি নিয়েই যারা দিন গৌযায়, তাদেরই একজন।

লিলি স্থিরদৃষ্টিতে মিনতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর দৃষ্টি না ফিরাইয়াই কহিল

লিলি। মিনিদি! তুমি! তুমি কি এমন কাজ করতে পার?

মিনতি। না। প্রেমের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রতি আমার লোভ নেই। I must be first or nothing!

লিলি। আচ্ছা, স্ত্রীর কি হোলো?

মিনতি। স্ত্রীর?

লিলি। হাঁ, স্বামীর ওই ব্যবহারের পর?

মিনতি। স্ত্রী যখন দেখলে স্বামী অন্য নারীতে আসক্ত, তখন স্বামীকে ফিরে পাবার চেষ্টা করতে লাগল।

লিলি। পারল?

মিনতি। না। It was too late then!

লিলি গালে হাত দিয়া কিছুকাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল। দ্রুত ছুটিয়া গেল কোণে স্থাপিত একটা টেবিলের কাছে। একটা টানা খুলিয়া কি যেন খুঁজিল। না পাইয়া কিছু কাল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, ভাবিল, তারপর আবার খুঁজিতে লাগিল।

কি খুঁজচ তুমি?

লিলি। একখানা ফোটোগ্রাফ?

মিনতি। ললিতের?

লিলি। না।

আবার খুঁজিবার ছল করিল

এখানেই ছিল। কি হোলো বলতে পার?

মিনতি। একদিন তুমি বলেছিলে ফোটোখানা তুমি ছিঁড়ে ফেলবে। তাই আমি সেখানা লুকিয়ে রেখেচি।

লিলি। তুমি!

মিনতি উঠিয়া দাঁড়াইল

মিনতি। হাঁ। চাইলেই ফেরত দোব বলে।

তাহার ওয়ার্ক .টেবিলের টানা খুলিয়া ফোটোখানি বাহির করিয়া লিলিকে দিল

এই নাও!

লিলি। তুমি দখল করেছিলে!

মিনতির দিকে চাহিয়াই ড্রয়ারে ফোটো রাখিয়া ড্রয়ার বন্ধ করিয়া সোফায় আসিযা বসিল। তখনই আবার উঠিয়া গিয়া ড্রয়ারে চাবি লাগাইল

ও পড়েচে ওই বই?

মিনতি। কে, ললিত?

লিলি। আর কে আছে আমাদের এখানে!

মিনতি। পড়েচে কি না জানিনা। দোব পড়তে?

লিলি। তোমার ইচ্ছে। হয়ত তুমিই তাকে পড়ে শোনাতে চাও?

পরিচারিকা আসিয়া চিঠি দিল। লিলি চিঠি লইয়া দেখিল

আমার বাবার চিঠি!

পরিচারিকা চলিয়া গেল

মাও লিখেচেন।

লিলি চিঠি খুলিতে খুলিতে বলিল

শুধু তোমরাই আমায় ভোলনি মা, তোমরাই আমায ভোলনি বাবা।

চিঠি লইয়া লিলি পাশের ঘরে চলিয়া গেল। ঠিক সেই সময় সাহেবী কাজের পোষাক পরিয়া ললিত প্রবেশ করিল। দাঁড়াইয়া দেখিল লিলির পিছনে পর্দ্দা পড়িল। টুপীটা টেবিলের ওপর ফেলিয়া সে কহিল

ললিত। আমাকে দেখলেই ও পালিয়ে যায়!

মিনতি। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) এখন কিন্তু পালিয়েচে অন্য কারণে।

একটু আগাইয়া গেল

তোমার কি হয়েচে, ললিত!

ললিত। মনটা আজ ভালো নেই মিনতি।

চেয়ারে বসিল

নতুন নভেলখানা তুমি পড়েচ?

মিনতি। কোন্‌খানা?

ললিত। কাল যেখানা আনলুম।

মিনতি। ও। সেইখানাই ত লিলিকে পড়ে শোনাচ্ছিলুম।

ললিত। লিলিও পড়েচে!

মিনতি। হ্যাঁ, লিলির মতে গল্পটা বাজে।

ললিত। বাজে নয়, অসাধারণ। পড়তে পড়তে আমি বার বার চমকে উঠছিলুম। নিজেকে যেন নিজেরই চোখের সাম্নে দেখতে

পাচ্ছিলুম। আরো আশ্চর্য্য, যে-সব ভাব ভালো করে আমার মনে দানাও বাঁধেনি, তাও যেন আমার মন থেকে নিয়ে ওই বইয়ে স্পষ্ট করে লেখা হয়েচে।

মিনতি। সব ভালো বইয়ে এমন কিছু-না-কিছু থাকে।

ললিত। আমি তোমায় বলে রাখচি মিনতি, বইয়ের ওই স্বামীর জীবনে যা ঘটেচে আমারও জীবনে তা সবই ঘটবে।

মিনতি। নতুন ডাক্তাররা শুনিচি তাদের পড়া সব ব্যাধির উপসর্গই নিজেদের দেহে অনুভব করে।

ললিত। না, না, এ আমার নিছক কল্পনা নয়, মিনতি। প্রলোভন মূর্ত্তি ধরেই আমার সাম্নে রয়েচে।

মিনতির দিকে চাহিয়া রহিল

মিনতি। সাম্নে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ?

ললিত। ওই নভেলের নায়ক যা দেখেছিল। সেবাপরায়ণা, স্নেহশীলা একটি নারী।

মিনতি। আমার মনে হয় লেখক বোঝাতে চেয়েচে যে স্ত্রীর ভালোবাসা পেতে হলে স্বামীকেও সাধনা করতে হয়, স্ত্রী সম্বন্ধে সহিষ্ণু হতে হয়।

ললিত। মানি। কিন্তু কলেজ হষ্টেলের ছাত্র-বন্ধুদের সঙ্গে হৈ হৈ করে যে প্রথম যৌবন কাটিয়ে দিয়েচে, তেমন কোন পুরুষ কি নারী সম্বন্ধে অতটা ওয়াকিবহাল থাকতে পারে? সে কি সত্যিই বুঝতে পারে নারীকে আপন করবার জন্য কত ধৈর্য্যের, কত বিবেচনার, কত যত্নের প্রয়োজন হয়? বিয়ে একদিনেই হয়ে যায়, কিন্তু বিবাহিত জীবনটা দিনে

দিনে গড়ে ওঠে। সে জীবনের দায়িত্ব বহন করবার শক্তি পুরুষকে ধীরে ধীরে অর্জ্জন করতে হয়। লিলিকে তার বাপ-মায়ের কাছ থেকে নিয়ে আসবার আগে আমি তার প্রতি কোন অবিচারই করিনি। নিয়ে যে এসেচি, তাও কেবলি আমার প্রয়োজনে নয়, তারও প্রযোজনে নয়। নিয়ে আসবার পর যখনি আমি বুঝিচি যে আমি তাকে ব্যথা দিয়িচি তখন থেকেই অবিরাম চেষ্টা করচি তার ব্যথা দূব করতে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, যতই চেষ্টা আমি করি, ততই দূরে সে সরে যায়। আমার জীবনের পথে সে যেন আলেয়ার আলো। কিন্তু মিনতি, আমারও বাসনা রয়েচে, কামনা রয়েচে। আমিও চাই নারীর সঙ্গ, নারীর ভালোবাসা। তারই তাগিদে মাঝে মাঝে আমি বিচলিত হয়ে পড়ি। তখনই আমি মনে মনে এমন একটি নারীর সন্ধান করি যার বুকে মাথা রেখে আমি জীবনের এই জ্বালা জুড়োবার অবসর পাই।

উঠিয়া দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল

মিনতি। ললিত!

ললিত ফিরিয়া দাঁড়াইল, তারপর ধীরে ধীরে মিনতির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল

ললিত। মিনতি!

একটুকাল চুপ করিয়া রহিল

তুমিই মিনতি, তুমিই আমায় সান্ত্বনা দিয়েচ, আমার জীবনের বহু অভাব পূর্ণ করেচ তুমি।

মিনতি। ক্রমে লিলিও করবে। সবে ত একটি বছর তোমাদের বিয়ে হয়েচে

ললিত। এই একটা বছর কি দুর্ভোগেই না কাটিয়েচি। এম্নি করে আরো একটা বছর কাটাতে হবে ভাবতেও গায়ে আমার কাঁটা দেয়। তোমাকে সত্যি বলচি মিনতি, এই বইখানিই আমার মনে ভয় জাগিয়ে দিয়েচে।

মিনতি। ভালোই হয়েচে।

ললিত। এই এক বছরে কি শ্রম আমি করিচি, তা তো তুমি দেখেচ। কিন্তু কাকে তুষ্ট করতে পারলুম? কর্ত্তব্যনিষ্ঠ একটা চাকরও যে পুরস্কার পায়, তাও আমি পাইনি। একটুখানি হাসি, এতটুকু কৃতজ্ঞতাও আমার ভাগ্যে জোটেনি। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে ঘরে ফিরিচি, কেউ ডেকে আদর করে আমায় কাছে বসায়নি। রাতের পর রাত আমি নীরবে কাজ করে কাটিযেচি, কিন্তু যার জন্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিচি, সে কি একবারও আমার দিকে ফিরে চেয়েচে মিনতি?

মিনতি। তোমার এ প্রয়াস বিফলে যাবে না, ব্যর্থ হবে না।

ললিত। এই যে তাকে তুষ্ট করবার জন্য এত অর্থ ব্যয় করে এই বাড়ীটি ঠিক তার বাপের বাড়ীর অনুকরণে গড়ে তুলিচি' এই-ই কি সে লক্ষ্য করেচে? কেউ যদি তাকে বলেও দেয় যে তাকে ভালোবাসি বলেই এমনটি আমি করেচি, তাহলে সে ঠোঁট উল্টে নিশ্চযই বলবে— 'করবার দরকার ছিল কি, আমার বাবার বাড়ীত ছিলই।'

মিনতি। এইবার তোমার নব-জীবন সুরু হবে।

ললিত। তুমি কি বলতে চাও, মিনতি?

মিনতি। চুপ! ওই লিলি আসচে।

ললিত। কি হয়েচে মিনতি! ওর মুখ-চোখ অমন হয়েচে কেন?

খোলা চিঠি হাতে লইয়া লিলি ঘরে ঢুকিল, ললিত দূরের কৌচে গিয়া বসিল। লিলি মিনতির কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া নিম্নস্বরে কহিল

লিলি। আমরা চলে এসেচি বলে মা আর বাবা বাড়ী থাকতে পারচেন না। তাঁরা বিলেত চলে যাচ্ছেন। আর যাবার আগে একবার আমাকে দেখবার জন্য এখানে আসচেন।

মিনতি। এখানে আসচেন! কবে?

লিলি। আজই। হয়ত ট্রেন এতক্ষণ এসে পড়েচে।

মিনতি। ললিতকে বল।

লিলি। আমি বলব!

মিনতি। হ্যাঁ, তুমিই বলবে।

লিলি। আমি?

মিনতি। ললিত, লিলি তোমাকে কি যেন বলতে চায়।

লিলি। মিনিদি!

ললিত। This is something new.

লিলি। মিনিদি, তুমিই ওকে বল।

মিনতি কিছু না বলিয়া পিছনের দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। ললিত উঠিয়া লিলির সাম্নে আসিয়া কহিল

ললিত। কি বলতে চাও, তুমি?

লিলি মাথা নীচু করিল। কুণ্ঠার সহিত কহিল

লিলি। মা আর বাবা আসচেন।

ললিত। তাহলে রোজ রোজ তুমি কেন চিঠি লিখতে? কি লিখতে চিঠিতে?

লিলি। লিখতুম আমরা সবাই ভালো আছি, সুখে আছি।

ললিত। কেন তা লিখতে?

লিলি। না লিখলে তাঁরা যে কষ্ট পেতেন।

ললিত। ও, তাঁরা কষ্ট পাবেন বলে!

লিলি। আমরা সুখী নই, তা জানলে তাঁরা কি খুশী হতেন?

ললিত। তাঁদের জন্য সত্যিই আমি আজ দুঃখিত।

লিলি। কেন?

ললিত। এসেই তাঁরা দেখতে পাবেন কী সুখেই আমরা রয়েচি।

লিলি। এখানে তাঁরা দিন দুই থাকবেন। তারপরই বেরিয়ে পড়বেন।

ললিত। কোথায়?

লিলি। বিলেতে। মার এতদিন অমত ছিল। কিন্তু আমাকে ছেড়ে সে বাড়ীতে তিনি থাকতে পারচেন না বলেই দেশত্যাগ করচেন।

ললিত। তাদের সঙ্গে তুমিও তাহলে যাচ্ছ? এ-দেশের কিছুইত তোমার পছন্দ হয়না।

লিলি। তুমি ত যেতে পারবেনা।

ললিত। তাই তুমি চলে যাচ্চ। এ বাড়ীতে থাকব শুধু আমি আর মিনতি। ঠিক মিলে যাচ্ছে ওই নভেলখানার ঘটনার সঙ্গে।

লিলি। মিনিদি আর তুমি!

ললিত। আমি আর মিনতি।

লিলি। আচ্ছা, ওঁদের সঙ্গে মিনিদি ত যেতে পারে।

ললিত। মিনতি না থাকলে এ বাড়ীতে মানুষ এক মুহূর্ত্ত টি ঁকতে পারবে না।

লিলি। আমি না থাকলে যখন এ বাড়ীর কিছুই এসে যায়না, তখন আমারই যাওয়া উচিত।

ললিত। যা তুমি ভাল বোঝো।

লিলি। জানি আমি না থাকলে তোমার ভালোই হয়। কিন্তু তবুও আমি যাবনা, আমি এইখানেই থাকব।

ললিত। থাকবে! আমার কাছে!

লিলি। হাঁ।

ললিত। শুধু তুমি আর আমি!

লিলি। হাঁ।

ললিত। আমাদের বাড়ীতে আমরাই শুধু থাকব!

লিলি। হাঁ, তাই থাকব।

ললিত। এটা কিন্তু তোমার মা-বাবাকে খুশী করবার জন্য বলচনা?

লিলি। না।

ললিত। তুমি আমায় ঠাট্টা করচ না ত?

লিলি। না।

মিনতি প্রবেশ করিল

মিনতি। কে কোথায় থাকবে তারই ব্যবস্থা করে এলুম। তুমি আর যাচ্ছ না ত ললিত?

ললিত। ঠিক্ বলতে পারচিনা। আমার মনে হয় মিনতি (লিলির দিকে চাহিয়া) যে ক'দিন ওঁরা এখানে থাকবেন, সে কয়দিন আমার মাইন-এ থাকাই ভালো। তাই আমি যাই।

মিনতি। তাহলে আমিও যাব, ললিত।

লিলি। তুমি কোথায় যাবে মিনিদি!

ললিত। তুমি!

মিনতি। হাঁ। তুমি চলে গেলে এখানে যা হবে তা দেখবার জন্যে আমি এখানে থাকতে পারব না।

তিনজনেই তিনজনের দিকে চাহিল

ললিত। এখানে কি হবে মিনতি?

মিনতি। সে আর মুখ দিয়ে বার নাই করলুম।

ললিত। তোমার বোনের প্রতি কি বড় বেশী অবিচার করচনা মিনতি?

লিলি। মিনিদি আমার আপনার বোন নয়।

ললিত। বন্ধুত বটে।

লিলি। তাও নয়।

ললিত। তাও নয়!

লিলি। দিনের পর দিন যে শুধু প্রতারণাই করে এসেচে, সে আমার বন্ধু নয়।

ললিত। মিনতি প্রতারণা করেচে! কী তুমি বলচ, লিলি!

লিলি। মিনতির ওকালতি করতে তুমি পঞ্চমুখ হবে তা আমি জানি। তবুও আমি বলচি, তোমার ওই মিনতি দেবীর জন্যেই আজ আমি অসুখী। ছেলেবেলা থেকে ওই আমাকে চালিয়ে নিয়ে এসে আজ

এই দুঃখ-দুর্দ্দশায় ডুবিয়ে দিয়েচে। ও আমাদের বাড়ীতে না এলে আমাকে আজ বিয়ে করতে হোতো না, মা-বাবাকে ফেলে আমাকে এমন করে এখানে চলে আসতে হোতনা। ও বলে, ও এসেচে আমাকে সাহায্য করতে। কিন্তু আমি জানি সে-কথা সত্য নয়। ও নীরবে নিজের কাজ করে যায়, গোপনে আমার সব-কিছু লক্ষ্য করে আর সুযোগ পেলেই নিজের সুবিধে করে নেয়। তোমাকে ও আদর করে, যত্ন করে, তার কারণ—থাক্ সে কথা আমি বলব না।···কর তোমাদের যা ইচ্ছে তাই, যত পার কর ষড়যন্ত্র তোমরা দুজনায়—ত্যাখ আজও আমি অবুঝ রয়েচি কি না। গাছকে মাটির বুক থেকে উপড়ে এনে টবে বসিয়ে তোমরা কর ফলের প্রত্যাশা! আজ ডাল ধরে যতই নাড়া দাও, ফল তার কাছে পাবে না জেনো। ওই জঘন্য নভেলের বাজে গল্প শোনাতে ওর আনন্দ উছলে ওঠে, কিন্তু ও জানেনা যে ওই গল্পের পরিণতি ভেবে আমি এতটুকু ভয় পাইনা। হোক্ আমাদের জীবনের সেই পরিণতি, তবু কারু ভালো-বাসা আমি ভিক্ষে মেগে নোবনা।···মা আসচেন, বাবা আসচেন···আসচেন তাঁদের মেয়ের বাড়ীতে। এসে তাঁরা দেখবেন মেয়ে তাদের কি সুখেই রয়েচে, তার স্বামী তাকে কি সুখেই রেখেচে! তাই দেখুন তাঁরা, তাই বুঝুন তাঁরা, তাই-ই আমি চাই!

ডুকরাইয়া কাঁদিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। মিনতি আর ললিত পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রথমে কথা বলিল ললিত

ললিত। এর অর্থ কি, মিনতি?

মিনতি। কিছুতেই আমাকে আর সইতে পারচে না।

ললিত। কবে থেকে এমন হোলো ?

মিনতি। ধীরে ধীরে ওর অন্তর-ভরে ঘৃণা জমে উঠেচে।

ললিত। মনের কথা তোমাকে আর কি ও বলেনা ?

মিনতি। আমাকে ও অবিশ্বাস করে।

ললিত। একদিন সবাইকেই ও বিশ্বাস করত।

মিনতি। আজ কাউকেই তা করে না।

দুজনাই একটু চুপ করিয়া রহিল

ললিত। আমি আরো একটা জিনিষ লক্ষ্য করলুম, মিনতি। আমি ভুল করিনি। ও তোমাকে হিংসা করে।

মিনতি। হাঁ, তাও করে।

ললিত। আমাকে নিয়ে তোমাকে ও হিংসা করবে ! আশ্চর্য্য ! কোন কারণইত···

কথা শেষ না করিয়া মিনতির দিকে চাহিল। মিনতি অন্যদিকে সরিয়া গেল

মিনতি। ভাবচ কেন ? তাতে তোমারই ভালো হোলো।

ললিত। কি ভালো হোলো, মিনতি ?

মিনতি। এখন ও তেমোকে ভালোবাসতে পারবে। ওর মত মেয়ে শুধু ওই কারণেই ভালোবাসতে পারে।

ললিত। তোমার প্রাপ্য হবে ঘৃণা ?

মিনতি। আমি যে ওতেই অভ্যস্ত।

ললিত। তুমি কি জাননা ভালোবাসা কি ?

চমকাইয়া উঠিল। পরে নিজেকে সামলাইয়া লইল

মিনতি। জানি। আমি নিজেও ভালো বেসেচি।

ললিত। হয়ত অসুখীই হয়েচ ?

মিনতি। সুখী হইনি। কিন্তু কেন জান্তে চাইচ, বল ত ?

ললিত। ভালোবেসে যারা প্রতিদান পায় না, আর তা না পেয়েও ভালবাসাকে যারা শ্রদ্ধার চোখে দেখে, তারাই পারে স্বার্থের উর্দ্ধে উঠতে।

মিনতি। ভালোবাসার মানেই হচ্ছে পরের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করে দেওয়া।

ললিত। কখনো কখনো তাতেও দুঃখ পাওয়া যায়।

মিনতি। দুঃখ তারাই পায়, যারা নিঃস্ব হয়ে পড়ে, মর্য্যাদা হারিয়ে ফেলে।

ললিত। তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় যত নিবিড় হচ্ছে, ততই মনে হচ্ছে তোমাকে আমি আজও চিনিনি। আমি ভাবচি মিনতি সে লোক কেমন, যে তোমার ভালোবাসাকেও উপেক্ষা করতে পেরেচে।

মিনতি। সে আমার উপকারই করেচে—বিয়ে করবার দায় থেকে আমাকে অব্যাহতি দিয়েচে।

ললিত। তুমি কি বলচ মিনতি !

মিনতি। ঠিকই বলচি। Marriage is not my vocation.

ললিত। What is your vocation then ?

মিনতি চুপ করিয়া রহিল

বল, জীবনে কি তুমি চাও ?

মিনতি। এ-কথা এখন থাক। কামনার ধন পাবার আগে তা ব্যক্ত করতে নেই। ভালোবেসে প্রত্যাখ্যাতা না হলে এ-সত্যও আমি বুঝতে পারতুম না।

ললিত। জীবনে কি তুমি শান্তি পেয়েচ ? কিছুই কি চাওনা তুমি ?

মিনতি। হাঁ চাই, চাই ছুটে যেতে, দূর-দূরান্তে। লোকালয়ের বাইরে ; মনে এঁকে রাখতে চাই অতীত দিনের নানা মনোরম ছবি। তোমার···তোমার যদি আমার প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধা থাকে···

ললিত। শ্রদ্ধা যে আছে, তা ত তুমি জান, মিনতি।

মিনতি। তাহলে লিলিকে তোমার কাছে টেনে নাও।

ললিত। তোমার কথা আমি বুঝতে পারচি না।···

মিনতি। লিলিকে তুমি কাছে টেনে নিলেই আমি এখান থেকে চলে যেতে পারব। আমি যদি দূরে চলে যেতে না পারি, তাহলে আমার অন্তরের এক মহামূল্য বস্তু চিরকালের জন্য নষ্ট হয়ে যাবে।

ললিত। মিনতি, তোমার কোন কথাই আমি অবিশ্বাস করিনা। তুমি চেতে চাইছ ; বেশ, তাই তুমি যেয়ো।

মিনতি। কিন্তু যতক্ষণ লিলির সঙ্গে তোমার মনের মিল না হচ্ছে, ততক্ষণ যে তোমাদের আমি ছেড়ে যেতে পারব না। আমাদের তিনজনেরই জীবন কী ব্যর্থ হয়ে যাবে ?

ললিত। তিন জনের!

মিনতি। না, না, কথাটা ঠিক আমি গুছিয়ে বলতে পারি নি।

ললিত। তুমি কি সত্যিই অসুখী, মিনতি?

মিনতি। না। কিন্তু তুমি সুখ না পেলে আমি অসুখীই হব। আর অসুখী হব, যদি এখান থেকে দূরে—অনেক দূরে চলে যেতে না পারি।

ললিত। আমি কি তোমার কোন উপকারই করতে পারি না?

মিনতি। পার। লিলির মা আর বাবাকে সাদরে গ্রহণ কর। তাদের বুঝতে দাও যে তোমরা সুখে আছ, শান্তিতে আছ। তাতেই আমার উপকার করা হবে।

ললিত। আর লিলি?

মিনতি। লিলিও তোমাকে সাহায্য করবে।

ললিত। তুমি ঠিক জান?

মিনতি। আমি যে পথ তৈরি করে দিয়েচি!

ললিত। তুমি!

মিনতি। না, না, আমি কেবলই আজ ভুল বলচি!

ললিত। আমার কাছে কিছু গোপন করো না, মিনতি।

মিনতি। তোমার কমল-কলি ফোটেনি বলে তুমি একদিন দুঃখু করেছিলে, তুমি আমার সাহায্য চেয়েছিলে···

ললিত। সেই থেকেই তুমি এই চেষ্টাই করে এসেচ।

মিনতি। না, তা করিনি। কিন্তু সেদিন বনে রাত কাটাবার সময় প্রথম লক্ষ্য করলুম, তোমার কমল-কলি ফোট-ফোট হয়েচে, শতদল মেলে প্রেমের সৌরভ ছড়িয়ে দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেচে। সেই দিনই আমি

বুঝতে পারলুম তোমাদের মিলনের সময় আসন্ন, সেই দিনই বুঝলুম তোমাদের মাঝখানে আর বেশি দিন থাকলে লিলির আর তোমার সর্ব্বনাশ হবে। সেই দিন থেকেই আমি তোমাদের মিলনের পথ তৈরি করে এসেচি।

ললিত। তার আগে?

মিনতি। তার আগেকার কথা আর তুলো না। তখন আমি তোমাকে ভালো করে চিনিনি, আর তা ছাড়া নিজেকেও···

ললিত। এতদিন যা খুঁজে বেড়িয়েচি, এত কাছেই যে তা ছিল, আগে আমি তা বুঝিনি, মিনতি। তা যদি বুঝতুম···

বাহিরে গাড়ীর শব্দ হইল

মিনতি। ওই তাঁরা এসে পড়েচেন। লক্ষীটি, তুমি যাও।

ললিত। আমি গিয়ে কি করব মিনতি!

মিনতি। ওঁদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে এস। ওই ত্যাখ লিলি গেছে। এই সময়ে তুমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়াও। তার মা-বাবার কাছে তাকে আর ছোট কোরো না।

ললিত চলিয়া গেল

এই ঠিক হোলো। এইবার সত্যি সত্যিই আমি জয়ী হলুম!

সেও বাহিরে চলিয়া গেল। অন্য দরজা দিয়া মিসেস দাস লিলিকে জড়াইয়া ধরিয়া প্রবেশ করিলেন। একটু পরে মিঃ দাস ও ললিত।

মিসেস দাস। এলুম তোমার বাড়ী-ঘর দেখতে। বেশ বাড়ী করেচে ললিত। এতদিন পরে তোমাকে বুকে পেয়ে কি ভালোই যে লাগচে, লিলি। দেখি,

চিবুকে হাত দিয়া মুখ তুলিয়া ধরিল

দেখতে ঠিক তেমনটিই আছ মা, মুখের রংটা একটু যেন—তা সে ত হবেই, গিন্নীর গোলাপী গাল ঠিক মানায় না, না? মায়ের কথা মনে করে রোজ তুমি চিঠি লিখতে, তাই তোমার বুড়ো বাপ-মাকে বাঁচিয়ে রাখত, জানলে? এমন মিষ্টি করে চিঠি লিখতে কে শেখালে! ললিত বুঝি!

মিঃ দাস গায়ের ওভারকোট খুলিতে উদ্যত হইলেন
ললিত আগাইয়া গেল।

ললিত। May I?

মিঃ দাস। Thank you. I can manage quite well myself.

ললিত। আমাকে দিন, আমিই রেখে আসচি।

মিঃ দাস। Much obliged. I will do it myself.

বাহিরে চলিয়া গেলেন। ললিত তাহার পিছু পিছু গেল

মিসেস দাস। উনি ত কিছুতেই আসবেন না। রাগটা এখনো একেবারে যায় নি। আমি বল্লুম আমার লিলিকে না দেখে আমি যেতে পারব না। ওঁরও মনটা নরম হোলো।

মিঃ দাস প্রবেশ করিলেন। পিছনে পিছনে ললিত

ললিত। পথে আপনাদের কোন কষ্ট হয়নি ত?

মিঃ দাস। কিছু না।

ললিত। ঠাণ্ডাও লাগেনি!

মিঃ দাস। সামান্য। কাসিটা একটু রয়েচে। You are well?

ললিত। Very well. Thank you.

মিসেস দাস। ওগো দেখেচ—?

মিঃ দাস। কি বলত ?

মিসেস দাস। ওমা ! তুমি লক্ষ্য করনি ?

মিঃ দাস। না।

মিসেস দাস। এ যে আমাদেরই বাড়ীতে ফিরে এসেচি ! এ যে আমাদেরই বসবার ঘর, দেখচ না ?

মিঃ দাস। (চারিদিকে চাহিয়া) Upon my word !

মিসেস দাস। কার্পেট, কার্টেনস্, চেয়ার, টেব্‌ল, কৌচ, সোফা সবই যেন আমাদের ! যেখানে যে-জিনিষটি যেমন আমাদের ঘরে রয়েচে, ঠিক তেমনটি ! ললিত বাবা, আমার লিলিকে যে তুমি কত ভালোবাস তা এই থেকেই বোঝা যাচ্ছে। কেমন গো, তাই নয় ?

মিঃ দাস। Yes· হাঁ, তা মানতেই হবে।

মিসেস দাস। (লিলির কাছে গিয়া) দুষ্টু মেয়ে, এ-সব কিছুই আমাদের জানাওনি তুমি !

মিনতি। শুধু এই ঘরটাই নয় মাসিমা, সারা বাড়ীটাই আপনাদের বাড়ীর মত করে তৈরি হয়েচে।

মিসেস দাস। সত্যি ! ওগো, শুনচ।

মিঃ দাস। তরুণী স্ত্রীকে খুশী করবার এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা কেউ কখনো করেচে বলে আমি শুনিনি—It is the most charming way of giving pleasure to a young wife.

মিসেস দাস। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হচ্চি এই ভেবে যে লিলি এসব কিছুই আমাদের কেন জানায়নি।

মিঃ দাস। কিছুই জানায়নি!

মিসেস দাস। কেন, তুমি লিলির চিঠি পড়তে না?

মিঃ দাস। ও সেই কথা বলচ। তা জানাবে কি! লিলি রোজ রোজ এই ঘর দেখচে। আর জান ত মানুষ রোজ যা দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়, তার নতুনত্ব তাকে চিঠি লেখবার সময় প্রেরণা দেয় না। সেই জন্যেই লিলি চিঠিতে এসব কিছু লেখেনি। Am I not right darling?

মিসেস দাস। আর এসব ললিত করেচে তার নিজের চেষ্টায়। সেটাও কম আনন্দের কথা নয়।

মিঃ দাস। Aren't you proud of that, my dear?

মিসেস দাস। ললিত আমাদেরই সন্তান-তুল্য, শুনে আমরা খুশী হতুম।

মিঃ দাস। কিন্তু আমার লিলি মা যে মনের কথা খুলে প্রকাশ করে না। যাকে ও যত বেশী ভালোবাসে, তার সম্বন্ধে ও তত কম কথা কয়।

মিসেস দাস। আর হালে ওর চিঠিতে থাকত শুধু ভালোবাসা সম্বন্ধে নানা রকমের গবেষণা।

লিলি। মা!

মিসেস দাস। আমি ললিতকে সব বলে দোব।

লিলি। না মা, ওসব কথা তুমি এখন তুলো না।

মিসেস দাস। আচ্ছা ললিত তোমায় এত সব দিলে আর তুমি ললিতকে কি দিয়েচ, মা?

মিঃ দাস। একটা কমফরটার কি আর কিছু বুনে দাওনি? এই ছ্যাখ তোমার মা এতদিনে এটা শেষ করে দিয়েচেন।

মিনতির দিকে ফিরিয়া

মিনি-মা, এই ছ্যাখ তোমার মাসিমার জয়-পতাকা।

মিনতি। মাসিমা বেশ বোনেন।

মিঃ দাস। ললিত কোথায়?

মিনতি। আমি দেখচি কোথায় গেল।

মিঃ দাস। ওই যে এসেচে। তোমার হাতে ও কি ললিত।

একখানি ট্রে-র ওপর দু'গ্লাস শেরি লইয়া ললিত প্রবেশ করিল

ললিত। মাঝে মাঝে একটুখানি শেরি আপনি ভালোবাসতেন। তাই নিয়ে এলুম।

মিঃ দাস। You remember that!

মিসেস দাস। ললিত আমাদের সত্যিই ভালোবাসে।

মিঃ দাস একটি গ্লাস তুলিয়া লইলেন, ললিতও আর একটি

ললিত। আপনারা এসেচেন বলে লিলি আর আমি বড় খুশী হয়েচি। আপনাদের সেবা করবার সুবিধে দিয়ে আপনারা লিলিকে আর আমাকে অনুগৃহীত করলে আমরা আরো খুশী হব।

মিঃ দাস। আমরা এসেচি বলে তোমরা খুশী হয়েচ। আর তোমরা খুশী হয়েচ জেনে আমরা, তোমাদের বুড়ো বাপ-মা, মনের আনন্দ চেপে রাখতে পারচি না। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের বড় ভয় ছিল। তবুও আমাদের আসতে হোলো শুধু আমাদের সন্তানকে···

মিসেস দাস। দুটি সন্তানকে।

মিঃ দাস। হাঁ হাঁ, আমাদের এই দুটি সন্তানকে, অন্তত চোখের দেখা দেখে যাবার জন্য। লিলি তার চিঠিতে জানাত যে তোমরা বেশ সুখেই আছ, এসে দেখলুম সত্যিই তোমরা সুখে আছ। এভাবে তোমরা যে সুখের সন্ধান পাবে তা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। আর তা পারিনি বলেই আমরা তোমাদের চলে-আসা সমর্থন করিনি। আজ বুঝতে পারচি এসে তোমরা ভালোই করেচ। ভয়ের আর কোন কারণ নেই। দীর্ঘকাল তোমরা সুখে কাটাবে এ বিশ্বাস আমার হয়েচে। I have complete trust in you, Lalit, my dear son—God bless you.

মিঃ দাস ললিতের করমর্দ্দন করিলেন

মিসেস দাস। আমার একটি কথা জান্তে বড় ইচ্ছে হচ্ছে। তোমরা কেউ বলতে পার তা কি?

সকলে। না।

মিসেস দাস। ললিত আমাদের শোনাক কেমন করে লিলিকে সে জয় করল।

লিলি। তোমার কি হয়েচে বল ত মা।

মিসেস দাস। কেন, এতে লজ্জার কি আছে। আমাদের যে শুন্তে ভালো লাগে। স্বামীর ভালোবাসা পাওয়া নারীর ভাগ্য।

মিঃ দাস। তোমার মা ঠিক কথাই বলেচেন লিলি। এস সবাই আমরা এখানে বসে বসে ললিতের কাহিনী শুনি।

মিসেস দাসের কানের কাছে মুখ লইয়া

আর আমাদের কাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখি। কি বল?

মিসেস দাস। আঃ ওরা শুন্তে পাবে।

কৌচে বসিলেন

মিঃ দাস। এস লিলি, তুমি তোমার মায়ের পাশে বসবে।

লিলিকে ধরিয়া তাহার মায়ের পাশে বসাইয়া দিল

মিনি-মাকে নিয়ে আমি এইখানেই বসি। ললিতের কথা শুনব আর লিলির মুখ দেখব।

সামনের কৌচে বসিলেন। দু'খানি কৌচের মাঝখানে একখানি আসন লইয়া ললিত বসিল।

মিসেস দাস। ললিত, কিছু লুকোতে কিন্তু পারবে না বাবা।

ললিত। বলা যায় এমন সব কথাই বলব।

মিঃ দাস। Good.

লিলি। কিন্তু ও যা বলবে···

ললিত। চিঠিতে যে-সব কথা লিখতে তুমি ভুল করেচ, তাই শুধু আমি বলব। আসল যা, তা ত আগেই তুমি জানিয়ে রেখেচ।

মিসেস দাস। বোস মা। চুপটি করে শোন। ভুল কোথাও যদি করে তুমি শুধ্‌রে দিয়ো। বল ললিত।

ললিত। আপনারা ত জানেন যে আমাদের মনোমালিন্য বড় কম ছিল না···

মিঃ দাস। Please pass over that, pass over that.

ললিত। আপনাদের ছেড়ে এসে লিলি যে কত কষ্ট পাচ্ছিল প্রথম প্রথম তা আমি তেমন বুঝতে পারিনি। তখন ভেবেচি দুদিনেই শান্ত

হবে। কিন্তু ও তা হোলো না। আমাকে সাম্নে দেখলেই ওর সারা দেহ কেঁপে উঠত—হয়ত রাগে। ভাবলুম স্বামীত্বের দাবির জোরে ওকে ওর বাপ-মায়ের কাছ থেকে নিয়ে আস্তে পারলুম, কিন্তু সেই দাবির জোরে ওর ভালোবাসা ত অর্জ্জন করতে পারলুম না।

মিসেস দাস। লিলি ছেলেমানুষ হলেও লিলি জানত যে, দাবির জোরে দেহ অধিকার করা গেলেও হৃদয় জয় করা যায় না।

মিঃ দাস। হাঁ, হাঁ, আসবার দিন এম্নি একটা কথাই ও বলেছিল। আমার বেশ মনে আছে।

ললিত। ক্রমে আমিও তাই বুঝতে পারলুম। মুহূর্ত্তের ভুলে যে-ভালোবাসা আমি হারিয়েচি, তাই ফিরে পাবার জন্য আমি তার সেবায় আত্ম-নিয়োগ করলুম। বাড়ী-ঘর সবই আপনাদেরই অনুকরণে তৈরি করলুম, সংসারের বিধি-ব্যবস্থা এমন করলুম যাতে করে লিলি তার অভ্যস্ত কোন কিছুরই অভাব অনুভব করতে না পারে। বুঝতেই পারচেন এ-সব করতে দিন-রাত আমাকে পরিশ্রম করতে হোতো।

মিসেস দাস। সেত আমরা বুঝতেই পারচি।

ললিত। লিলিও বুঝত। আমাকে দেখলেই ও পালিয়ে যেত সত্য, কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারতুম আমি বাইরে চলে গেলে আমার জিনিষ-পত্তর কত যত্ন করে ও গুছিয়ে রাখত।

লিলি। না, না, আমি তা করতুম না।

মিসেস দাস। লজ্জা কি লিলি, এক সময়ে আমিও তাই করতুম।

মিঃ দাস। তোমার মা আবার তাঁর উপস্থিতি বোঝাবার জন্য

আমার বইয়ের পাতার মাঝে চুলের কাঁটা গুঁজে রেখে যেতেন। কলেজে একদিন ছেলেরা আবার তা আবিষ্কার করেও ফেল্লে।

মিসেস দাস। তোমার কথা কত আর শুনব, এইবার ললিতকে বলতে দাও।

ললিত। লিলি যে বড় নরম মেয়ে, তা আপনারা জানেন। সারারাত আমার ঘরে বসে ওরই সুখের উপাদান যোগাবার জন্য আমি কাজ করতুম, আর পাশের ঘরে ও জেগে বসে থাকত, মাঝে মাঝে আমি যেন ওর পায়ের শব্দ শুনতে পেতুম। সারাদিন মাইন-এ কাজ করে আমি বাড়ী ফিরে এলে ও দৌড়ে আমার কাছে যেত না, হেসেও পাশে বসত না—কিন্তু নানা রকমে ও আমায় বুঝিয়ে দিত আমার নিষ্ঠার মূল্য দিতে ও জানে। আমার পরিপূর্ণ ভালোবাসা না পেয়ে ও আমাকে ধরা দেবেনা এই ছিল ও সঙ্কল্প।

লিলি উঠিয়া দাঁড়াইল

লিলি। এ-সব ও কি বল্‌চে।

মিসেস দাস তাহাকে টানিয়া বসাইল

মিসেস দাস। বেশ বলচে। ওকে বলতে দাও।

মিঃ দাস। সুখের সন্ধান সহজে তোমরা পাওনি ?

ললিত। না। যে সুখ সহজেই পাওয়া যায়, তাকে বেশি দিন ভোগ করা যায় না।

মিসেস দাস। কিছুই আমাদের জানায়নি।

ললিত। আপনাদের ভালোবাসে বলেই জানায়নি, আপনারা ব্যথা পাবেন বলেই জানায়নি।

মিঃ দাস। তুমি এত কৃপণ তা তো জান্তুম না, লিলি।

ললিত। আমাকে না বুঝে ও আত্মদান করতে পারেনি। কিন্তু বুঝতে ওর দেরিও হোলোনা। অল্প ক'দিনেই ও বুঝতে পারল যে স্বভাবতই আমি কঠোর নই। ভুল করেই আমি কঠোর হয়েছিলুম আর সেই ভুলও করেছিলুম ওকে বড় বেশী ভালোবাসতুম বলে। ক্রমে ও আমার সাম্নে আসতেও লাগল, মাঝে মাঝে কথাও বলা সুরু করল। তারপর এক শুভ প্রভাতে, ঠিক আজকার মতই এক সু-প্রভাতে আমরা দু'জনা বসে একখানা বই পড়ছিলুম। সেই বই পড়তে পড়তে আমরা যেন শুন্তে পেলুম আমাদের জীবনের সুখ-শান্তি সম্বন্ধে স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী। দুজনাই আমরা ভয় পেলুম। ভয়ে আমরা এক হলুম। দুজনাই দুজনার কাছে আশ্রয় চাইলুম, সান্ত্বনা চাইলুম

লিলি ও ললিত পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল।

মিসেস দাস। তারপর, তারপর ললিত।

ললিত। তারপর সহসা যেন উতলা বসন্ত-বায়ু আমাদের ঘরের দুয়ার জানালা সব খুলে দিল। এল আপনাদের চিঠি। উষ্ণ হাওয়ায় ঘর ভরে উঠ্‌ল। আনন্দে লিলির মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম আমার কমল-কলি যেন দলে দলে ফুটে উঠেচে। আমি আর থাকতে পারলুম না। তার সাম্নে হাঁটু গেড়ে বসে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি আমি বল্লুম—তোমার মা-বাবার কথা ভেবে দেখ, ভেবে দেখ কিসে তারা শান্তি পাবেন; আমার কথা ভেবে দেখ, ভেবে দেখ কতকাল আর আমি

ভুলের এই শাস্তি ভোগ করব; তোমার নিজের কথাও ভেবে দেখ, ভেবে দেখ তোমার অন্তরের সঞ্চিত স্নেহ ভালোবাসা আর কতদিন প্রকাশের পথ না পেয়ে তোমাকে পীড়া দেবে। সব ভেবে ছাখ লিলি—ভেবে ছাখ পরস্পর পরস্পরকে পেয়ে আমরা ধন্য হতে পারি কি না।

মিঃ দাস। লিলি কাঁদচে।

মিনতি। চলুন মাসিমা, বাড়ীটা এইবেলা দেখে নেবেন।

মিসেস দাস উঠিয়া মিঃ দাসের কানের কাছে মুখ লইলেন।

মিসেস দাস। চল ওই দিকে।

মিঃ দাস উঠিলেন।

মিঃ দাস। কিন্তু লিলি যে কাঁদচে?

মিসেস দাস। আঃ একটুও বুদ্ধি নেই তোমার।

মিঃ দাস। ও হো-হো মনে পড়েচে, মনে পড়েচে, হঠাৎ আনন্দ হলে তুমিও কাঁদতে।

মিসেস দাস। আঃ!

মিঃ দাস। But we are all friends here!

তাহারা ঘরের বাহির হইয়া গেল। ললিত লিলির পাশে গিয়া বসিল। ধীরে ধীরে তাহাকে কাছে টানিয়া লইল।

ললিত। কাঁদচ কেন, লিলি!

লিলি। না জেনে কত ব্যথাই তোমাকে দিয়েচি।

ললিত। তোমার মা বাবার কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলুম বলে এখনও কি তুমি দুঃখিত ?

লিলিত। না। এখন যে তোমার বুকে ঠাঁই পেয়েচি।

লিলি। চিরদিনই এম্নি থাক তুমি।

লিলি। আমার মনের সব কথা তুমি কেমন করে জানলে ?

ললিত। দেখলে ত একটিও মিথ্যে কথা বলিনি।

লিলি। মিনিদি যদি মা-বাবার সঙ্গে যেতে চায়, তুমি অমত কোরো না।

ললিত। সে-কথা আজ কেন ? ওঁরা দিনকত থাকবেন যে।

লিলি। না। আজই চলে যাবেন।

ললিত। না, না, তা কি করে হবে। আজই যাবেন কি করে। তুমি ওঁদের ধরে রেখো।

লিলি। না। আমি তা রাখব না।

ললিত। সে কি !

লিলি। আমি তা পারব না। কিছুদিন আমি তোমার সঙ্গে একা থাকতে চাই, শুধু তুমি আর আমি !

ললিত। বেশ তাই-ই হোক।

লিলি উঠিয়া দাঁড়াইল

লিলি। আমি একবার মা'র কাছে যাই। তুমি কিন্তু কোথাও যেয়োনা।

ললিত। একবার ঘণ্টাখানেকের জন্যে মাইন-এ যাব।

লিলি। না, না, মাইন-এর কুলীরা খেটে-খেটে কালো হয়ে গেছে, তাদের দিন কত ছুটি চাই। আজ থেকে মাইন বন্ধ। আমার হুকুম!

ললিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিল

ললিত। Your most obedient servant!

লিলি দৌড়াইয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল। ললিত নভেলখানা তুলিয়া লইয়া লুফিতে লাগিল। ধীরে ধীরে মিনতি প্রবেশ করিল।

মিনতি। ললিত।

ললিত তাহার দিকে ফিরিল

আমি আজ ওঁদের সঙ্গে চলে যাব।

ললিত। চলে যাবে!

মিনতি। হ্যাঁ।

ললিত। কবে ফিরবে?

মিনতি। আর ফিরব না।

ললিত। আমাদের ভুলে যাবে না?

মিনতি। ভুলতে কি পারব?

ললিত। তুমি সব পার, মিনতি।

মিনতি। পারব। পারব না শুধু তোমাকে ভুলতে।

ললিত। বেশ! দেখা যাবে।

মিনতি। আমার নতুন নভেল বেরুলেই তোমায় পাঠিয়ে দোব।

ললিত। তোমার লেখা নভেল!

মিনতি। তোমার হাতেই একখানা রয়েচে যে।

ললিতের হাত হইতে বইখানা পড়িয়া গেল। ললিত সেখানা তুলিয়া লইতে মাথা নীচু করিল। মিনতি সেই অবসরে ঘরের বাহির হইয়া গেল। ললিত মাথা তুলিতে তুলিতে ডাকিল

ললিত। মিনতি!

লিলি প্রবেশ করিল

লিলি। মিনিদিকে কেন ডাকছিলে?

ললিত। মিনতি কোথায়?

লিলি। কেন?

ললিত। সে কি সত্যই চলে যাবে?

লিলি। হাঁ, যাবে।

ললিত। সে বলছিল, আর এখানে ফিরে আসবে না।

লিলি। না আসাই উচিত।

ললিত। মিনতি ধূপের মতই নিজেকে পুড়িয়ে আমাদের আজ আনন্দের অধিকারী করেচে, লিলি।

লিলি। মিনতির কথা ছাড়া কোন কথাই কি তুমি জাননা? কোন কথাই কি আর তুমি বলতে পারনা? মিনতি, মিনতি, মিনতি! আমি শুন্তে পারি না, তাও তুমি বোঝনা।

ললিত। লিলি, লক্ষ্মীটি, আজকের দিনে কারু অমর্য্যাদা তুমি কোরো না। ভুল না, আজই আমাদের সত্যিকারের মিলন হয়েচে।

লিলি। না, না, মিলন আমাদের হয়নি—মিনতি বেঁচে থাকতে মিলন

আমাদের হবে না। থাক তুমি তোমার মিনতিকে নিয়ে তোমাদের এই বাড়ীতে মনের আনন্দে—আমি আমার মা-বাবার সঙ্গে আজই চলে যাই···

ললিত। লিলি! লিলি!

মাইন-এর সাইরেণ বাজিয়া উঠিল, ললিত দৌড়াইয়া গিয়া দুয়ারের কাছে দাঁড়াইল, সাইরেণ আর্ত্তস্বরে সাহায্য চাহিতে লাগিল। ললিত লিলির সামনে আসিল।

লিলি, মাইন-এ কোন বিপদ ঘটেচে। আমি এখুনি যাচ্ছি। তুমি আমায় ভুল বুঝো না, ফিরে এসে আমি তোমাকে বুঝিয়ে দোব আমাদের জীবনে মিনতির স্থান কোথায়

ললিত বেগে বাহির হইয়া গেল। মিনতি বেগে প্রবেশ করিল।

মিনতি। ললিত কোথায়?

লিলি। জানিনা মিনিদি, আমাকে তোমরা আর প্রশ্ন করো না।

মিনতি। ললিত কি মাইনে চলে গেল?

লিলি। পথ ত তুমি চেন মিনিদি, ইচ্ছে হয় যাও।

মিনতি। ওরে অভাগী, তাকে তুই কেন যেতে দিলি। মাইনে আগুন লেগেচে, তারই মাঝে তুই তাকে ঠেলে দিলি।

লিলি। মিনিদি!

মিনতির দুই হাত চাপিয়া ধরিল। মিঃ দাস ও মিসেস দাস প্রবেশ করিলেন।

মিঃ দাস। তোমাদের মাইন-এর এঞ্জিনটা কি ক্ষেপে গেছে ?

লিলি ছুটিয়া মিঃ দাসের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

লিলি। বাবা, মাইন-এ নাকি আগুন লেগেচে !

মিসেস দাস। ললিত ? ললিত কোথায় ?

লিলি। সে সেইখানেই চলে গেছে, মা।

মিঃ দাস। সেই আগুনের মাঝে !

মিনতি। আমি ললিতকে নিয়ে আসচি, মেসোমশাই।

মিনতি ছুটিয়া চলিয়া গেল

লিলি। আমিও যাব, বাবা, আমিও যাব।

মিঃ দাস। তুমি সেখানে গিয়ে কি করবে মা ?

লিলি। কিছু না পারি, তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকব।

লিলি অগ্রসর হইল

মিসেস দাস। পাগলের মত কী তুই বলচিস লিলি ?

লিলি ফিরিয়া দাঁড়াইল।

লিলি। তোমরাই ত বলেছিলে মা, স্ত্রী স্বামীর সহচরী, স্বামীর পাশেই তার স্থান। আমার স্বামীর পাশেই আমার স্থান।

উত্তরের অপেক্ষায় না থাকিয়া চলিয়া গেল। মিঃ দাস তাহার পিছু পিছু খানিকটা অগ্রসর হইলেন। দ্রুত যবনিকা পড়িল।

চতুর্থ অঙ্ক

মাইন-এর অভ্যন্তর। চারিদিকে সুড়ঙ্গ চলিয়া গিয়াছে, মাঝে মাঝে থাম, কাটা কয়লার দেওয়াল। নীচু হইতে দিকে দিকে ধোঁয়া বাহির হইতেছে। বহু নর-নারী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এক-কোণে কয়েকজন কর্ম্মচারীর সহিত ললিত কথা কহিতেছে।

ললিত। কোন কিছু করবার নেই ?

১ম। না।

ললিত। অতগুলো লোক মাটির নীচে পুড়ে মরবে ? আমরা তাদের তুলতে পারব না ?

২য়। লিফ্‌ট নষ্ট না হয়ে গেলেও চেষ্টা করবার উপায় ছিল।

ললিত। ওই ক্রেনটা ? ওটা রয়েচে কিসের জন্যে !

১ম। ওতে যে শেকল রয়েচে, তা অত নীচু পর্য্যন্ত পৌঁছুবে না।

ললিত। সে ব্যবস্থা আমি করচি।

ললিত অগ্রসর হইল অনেকগুলো নর-নারী ললিতকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

নর-নারী। হুজুর, ওদের কি হবে হুজুর ?

নারী। হামারা আদমী নীচে হুজুর।

নর। হামার জরু।

বৃদ্ধা। হামার ছেলে হুজুর।

অনেকে। হুজুর তাদের কি হবে ?

ললিত। ক্রেনে চেন লাগাও। বাকেট নামাও।

১ম কর্ম্মচারী। তাতেও কোন লাভ হবে না। এখুনি হয়ত ভীষণ একটা explosion হবে। আমরা শুদ্ধ উড়ে যাব।

২য় কর্ম্মচারী। মাটিতে কান লাগিয়ে শুনতে পেলুম—উঃ কী সে ভীষণ শব্দ।

৩য় কর্ম্মচারী। উড়ে যাবে, এ খাদও উড়ে যাবে।

ললিত। তোমরা সব এখানে কি করচ ? চলে যাও ওপরে।

অনেকে। আমরা যেতে পারব না।

১ম কর্ম্মচারী। যেতে পারবি না! সবাই মরবি ?

ললিত। তোমরা ওদের ওপরে তুলে দাও। আমি ক্রেনটা ঠিক করে ফেলি।

একটা সুড়ঙ্গ দিয়া চলিয়া গেল।

২য়। ওপরে চলে যা। আমার হুকুম।

অনেকে। তুমারা হুকুম নেহি মানেগা।

১ম কর্ম্মচারী। সাহেবের হুকুম !

অনেকে। সাহবকা হুকুম ন্যহি মানেঙ্গে।

ললিত ছুটিয়া আসিল।

ললিত। কে মানবে না আমার হুকুম ?

অনেকে। উও লোগকো ছোড়কে হম্ লোগ ক্যভী ন্যহী যায়েঙ্গে। তুম মত হুকুম দেও, তুম্হারা হুকুম হম্‌লোগ নেহী মানেঙ্গে।

ললিত রিভলভার বাহির করিল

ললিত। 'আমার হুকুম, এখুনি সব ওপরে চলে যাও।

এক বৃদ্ধ। মারো গোলী। হম্ লোগকে জরু লড়কাকো জমীনকে নীচে জালাকে মারো, হম্ লোগকো গোলী সে মারদো, ব্যস্, অ্যব্ কেয়া দেখতে হো।

২য় কর্ম্মচারী। ওরে, এখানে থাকলে তোরা যে মরে যাবি।

একজন যুবক। ইয়ে তো তুম্হী করাতে হো।

ললিত। ব্যস! ব্যস! আর কোন কথা নয়। একটি লোকও এখানে থাকতে পাবে না। যে যেতে না চাইবে, তাকে আমি গুলি করব। যাও, যাও সবাই ওপরে!

কর্ম্মচারীরা লোকগুলিকে টানিয়া সারাইয়া দিতে লাগিল, কিন্তু তাহারা আবার গর্ত্তের মুখে ভিড় জমাইল।

একজন। উও লোগকো উপর উঠাও তব হম্ লোক যায়েঙ্গে।

আর একজন। জমীনকে নীচে সবকোই জালকে ভস্ম্ হো জায়গা, উনকো বচানেকে লিয়ে কোই হাত ভী উঠায়েগা।

কর্ম্মচারী। তোরাও যে তাদেরই সাথে পুড়ে মরবি।

অনেকে। হাঁ, হাঁ, হম্ লোক এক সাথহী মরেঙ্গে।

ললিত। তবে তাই তোরা মর্।

গুলি ছুঁড়িল, একটা লোক আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল।

এক মিনিট দাঁড়ালে আবার গুলি করব, ভাগো, সব ভাগো!

লোকগুলো ভয়ে জড়সড় হইয়া পিছাইয়া গেল, ললিত আরো আগাইয়া আসিল।

যাও, সব ওপরে যাও।

লোকগুলো পিছনে হটিতে লাগিল।

আমি কাউকে নীচে থাকতে দোব না, তোমাদের কাউকে না।

লোকগুলো অদৃশ্য হইয়া গেল।

কর্ম্মচারী। কিন্তু আপনি এ করচেন কি?

ললিত। আমি ওই ক্রেন ঠিক করব, নীচে নেমে যাব।

কর্ম্মচারী। কিন্তু তারি মাঝে যদি মাইন explode করে?

ললিত। যদি তা না করে?

কর্ম্মচারী। করবার সম্ভাবনাই বেশি।

ললিত। যদি তা না করে, তাহলে অতগুলো লোক নীচেয় পুড়েই মরবে।

কর্ম্মচারী। আর যদি করে?

ললিত। তাদের সঙ্গে আর একটি মাত্র বেশী লোক মারা যাবে।

কর্ম্মচারী। আপনি বলচেন কি!

ললিত। দেখলে ত ওদের জন্য ওদের আত্মীয়-স্বজনের ব্যাকুলতা, ওদের জন্যে ওদের সংসারে যে হাহাকার উঠবে, আমার জন্যে তা উঠবে না। তোমরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করো না। যখনই বুঝবে অবস্থা গুরুতর, তখুনি তোমরা ওপরে উঠে যাবে, আমার জন্য ভেবো না, আমার জন্য অপেক্ষা করো না।

ললিত চলিয়া গেল।

১ম। লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি!

২য়। না হয় ক্রেনে করে নীচে নেমে গেল, কিন্তু কে তুলবে ?

৩য়। ওই গ্যাখ, এই খাদেও আগুন আসচে।

১ম। পালাও! আর এক মুহূর্ত্ত এখানে নয়।

তাহারা পালাইয়া গেল। সেই সময়ে ক্রেনের মুখ ঘুরিয়া আসিল, শেকলে বাঁধা বাকেট পিটের মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একটি মজুরের সঙ্গে মিনতি প্রবেশ করিল।

মজুর। হিঁয়া, মেম-সাব, সাহেবকো হাম হিঁয়া দেখা থা।

মিনতি। কিন্তু কোথায় তিনি ? ললিত! ললিত!

মজুর। মেমসাব! মালুম হোতা সাহাব নীচু মে গিয়া।

মিনতি। কোন পথে নীচে যেতে হয় ?

মজুর। এহি বাকেটপর বৈঠকে যানা পড়তা হ্যায়।

মিনতি। আমি যাব।

মজুর। তব তো এই বাকেটপর বৈঠনে পড়েগা।

মিনতি। আমায় বসিয়ে দাও, দোহাই তোমার, আমায় বসিয়ে দাও।

মজুর। আইয়ে মেম-সাব।

মিনতিকে বসাইয়া দিল, ক্রেনের চেন হুড় হুড় করিয়া নামিয়া যাইতে লাগিল। মজুরটা নীচু হইয়া দেখিল, তারপর পাগলের মত হাসিয়া উঠিল

অকেলা হামারা আদমী সব নীচুমে জ্যল্‌কে ম্যরতা হ্যায়—আতি তুম যাও, মেম-সাব তুম যাও, হোঃ হোঃ হোঃ।

ললিত ছুটিয়া আসিল

ললিত। হাসতাহে কেঁও উল্লু ?

মজুর। হামারা আদমীসব নীচুমে জ্যল্কে ম্যর্তা হ্যায়, হামারা আদমীকো তুমনে গোল কিয়া হ্যায়—আভি তোমারা মেম-সাব···

ললিত। মেমসাব !

মজুর। হাঁ, হাঁ, তুমহারা মেমসাবকোভী হাম নীচুমে ভেজা হ্যায়।

ললিত ঝাঁপাইয়া তাহার টুঁটি টিপিয়া ধরিল

ললিত। সাচ্ বোলো, উল্লু।

মজুর। সাচ্ ভি বোলতা হ্যায়, সাব। অব সম্‌ঝো হামারা আদমিকো ওয়াস্তে হামারা কলিজামে কেইসে দরদ লাগতে হায়।

ললিত। তুমি আমার মেমসাহেবকে নীচে ওই আগুনের মাঝে পাঠিয়ে দিয়েচ ?

মজুর। হাঁ, হাঁ, হামারা আদমীকো পাস ভেজা হ্যায়।

ললিত। তোমাকে আমি গুলি করে মারব।

মজুর মারো।

ললিত ইতস্তত করিল

ললিত। যাও, ক্রেন ঘুমাও।

মজুর। নেহি সকেগা।

ললিত। ঘুমাও ক্রেন, বাকেট উঠাও।

মজুর। আরে সাব তুম পাগল হো গয়া ? দেখতা নেহি বাকেট নীচুমে পৌঁছা চুকা, মেম-সাভ ভি উতরা গিয়া।

ললিত। Go to hell, you devil !

ললিত লাফাইয়া চেন ধরিয়া নিচে নামিয়া গেল

মজুর। হোঃ হোঃ হোঃ !

টলিতে টলিতে লিলি প্রবেশ করিল

লিলি। ওগো, তুমি কোথায় ? কোথায় তুমি ?

মজুর। এ ফিন কোন্ আতা হ্যায় ? দুসরে ঔরৎ !

লিলি। তুমি কে ?

মজুর। বাউরা আদমী মায়ী, বাউরা আদমী।

লিলি। তোমাদের সাহেবকে দেখেচ ?

মজুর। হাঁ, হাঁ, দেখিয়েচি, ওই নীচুমে, ওই পাতালমে, যাঁহা আগ হ্যায়, যাহা হামরা আদমীসব জ্যল্ র‍্যহা হ্যায়।

লিলি। সাহেব নীচেয় রয়েচে ?

মজুর। সাহেব হ্যয়, মেম-সাহেব ভী হ্যয়। হমারা আদমীকে সাথ স্ত্রব জ্যল্‌কে মরেগা ! হাঃ হাঃ হাঃ।

বলিতে বলিতে দূরে সরিয়া গেল

লিলি। ওগো ! শোনো !

মজুর। (দূরে) হাঃ হাঃ হাঃ !

লিলি। তুমি যেয়োনা, আমার একটুখানি উপকার করে যাও।

মজুর। (দূরে) হাঃ হাঃ হাঃ।

লিলি। আমার স্বামীকে বাঁচাও, আমি তোমায় সর্ব্বস্ব দোব।

মজুর। (আরো দূরে) হাঃ হাঃ হাঃ।

লিলি। শুনলে না। আমি কি করি, কেমন করে ওকে বাঁচাই—কে আছে এখানে···কেউ নেই···আমার কেউ নেই আজ···

হাঁটু গাড়িয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল

লিলি। স্বামী! আমার স্বামী!

সেইখানে লুটাইয়া পড়িল। শেকলটা নড়িয়া উঠিল, তাহার শব্দে লিলি চমকাইয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিল

নীচু থেকে কে উঠে আসচে। কে! কে!

ললিতের হাত দেখা দিল

তুমি! ওগো তুমি এসেচ!

ললিতের মাথা দেখা দিল, মুখ

ললিত। লিলি! তুমি এখানে!

ললিত উঠিতেই লিলি তার পায়ের তলায় পড়িল। ললিত তাহাকে তুলিতে তুলিতে কহিল

ললিত। ওঠ লিলি! তোমার ওপর আমি রাগ করিনি। তুমি আমায় ভুল বুঝেছিলে?

লিলি। সে ভুল আমার ভেঙে গেছে।

ললিত। ভালোই হয়েচে। এখন আমরা সুখে থাকতে পারব। এইবার ওই পথ ধরে তুমি ওপরে উঠে যাও। মিনতি নীচে রয়েচে, আরো অনেক লোক রয়েচে, বাকেটে করে তাদের তুলতে হবে। ক্রেন ঘোরাবার লোক নেই। আমাকে তা নামাতেও হবে তুলতেও হবে। তুমি যাও।

লিলি। আমি যাবনা।

ললিত। লিলি, আর সময় নষ্ট করোনা। নীচে মিনতি, আরো অনেক লোক, প্রতি মুহূর্ত্তেই তাদের প্রাণ বিপন্ন, এরা সব পালিয়েচে— একা আমায় অনেক কাজ করতে হবে।

লিলি। আমি তোমাকে সাহায্য করব।

ললিত। তুমি! তুমিত তা পারবে না। আর তা ছাড়া…

লিলি। বল, তা ছাড়া?

ললিত। তা ছাড়া এখানেও যে-কোন সময়ে বিপদ ঘটতে পারে।

লিলি। আর তোমাকে সেই বিপদে ফেলে রেখে, নিজের প্রাণ বাঁচাব?

ললিত। তাহলে থাক তুমি এইখানে দাঁড়িয়ে। বাকেটে মিনতি আসবে। তাকে টেনে তুলবে। আমি ক্রেন ঘোরাতে চল্লুম। এরা সবাই আমাদের ফেলে পালিয়েচে।

ললিত ছুটিয়া পিছন দিকে গেল

ভয় পেয়োনা লিলি।

লিলি। না, না, ভয় আর আমি করবনা, সব ভয় আমি জয় করিচি।

মোহন ছুটিয়া প্রবেশ করিল

মোহন। একি! আপনি এখানে একা দাঁড়িয়ে রয়েচেন কেন?

লিলি। মোহন! তুমি!

মোহন। হাঁ। আপনাদের বাড়ী গিয়ে শুনলুম, সাহেব, আপনি, মিনতি দেবী সবাই এখানে। ওপরে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের কেউ নামতে রাজী হোলো না। আপনাদের কী দুঃসাহস!

লিলি। তোমারও সাহস কম নয়, মোহন। ওরা কেউ এলনা, কিন্তু তুমিত এলে !

মোহন। আসতে পারলুম মিনতি দেবীর জন্য।

লিলি। কার জন্য ?

মোহন। মিনতি দেবীর জন্য। তিনি সেদিন আমায় যে শিক্ষা দিয়েছেন, তাই আমাকে মানুষ করে দিয়েচে। তিনি কোথায় ?

লিলি। মিনিদি নীচে।

মোহন। নীচে !

লিলি। এখনই উঠে আসবে। তাকে দেখতে পেলেই তুমি ধরে নামিয়ো কিন্তু।

মোহন। সাহেব ? তিনিও কি নীচে ?

লিলি। না, তিনি ক্রেন ঘোরাচ্ছেন।

মোহন। মিনতি দেবী নীচে গেলেন কেন ?

লিলি। তা তো জানিনা, হয়ত সাহেবকে খুঁজতে।

মোহন। মিনতি দেবীর মত মেয়ে আমি দেখিনি।

লিলি। এইবার ওপরে আসচে, সাহেব বাকেট তুলচেন।

মোহন গর্ত্ত দেখিয়া

মোহন। কিন্তু ওত মিনতি দেবী নয়।

লিলি। কে !

মোহন। দেখুন কে !

লিলি। য়েই হোক্ ধরে নাবাও, মোহন।

বাকেট উপরে উঠিল। দেখা গেল একটী কুলী। মোহন তাহাকে ধরিয়া নামাইল। ললিত ছুটিয়া আসিল

মিনতি! মিনতি!

লিলি। মিনিদি ত আসেনি!

ললিত। তবে

মোহন। এই কুলীটাই এল।

ললিত। মেমসাহেব কোথায়?

কুলী। এলেন না। আমাকে উঠতে বল্লেন।

ললিত। বাকেট নামিয়ে দাও মোহন। এইবার মিনতি আসবে। আমি চল্লুম ক্রেন ঘোরাতে। লোকটাকে ওপরে পাঠিয়ে দাও।

ললিত চলিয়া গেল

মোহন। তুমি ওপরে উঠে যেতে পারবে?

কুলী। পারব।

মোহন। তবে যাও, আর দেরী করোনা।

লিলি। মোহন!

মোহন। বলুন!

লিলি। তুমিও ওপরে চলে যাও।

মোহন। মিনতি দেবীকে নীচে রেখে? আপনাদের এইখানে ফেলে?

লিলি। সাহেব বলেচেন এখানেও বিপদের ভয় আঁছে। দেখচ ওই আগুন!

মোহন। ও আগুন কি শুধু আমাকেই পোড়াবে? আপনাদের নয়?

লিলি। তুমি ছেলেমানুষ মোহন।

মোহন। কিন্তু আপনার চেয়ে যে বড় তাত আপনি জানেন।

লিলি। ওই বাকেট ওপরে উঠচে, এইবার মিনিদি নিশ্চিতই এল। মিনিদি!

মোহন। মিনতি দেবী!

বাকেট উপরে উঠিল

লিলি। মিনিদি ত নয় মোহন!

ললিত। (দূর হইতে) মিনতি এলে?

লিলি। ওগো আসেনি, মিনিদি আসেনি।

ললিত ছুটিয়া আসিল

ললিত। আসেনি

লিলি। কে এল দ্যাখ।

মোহন লোকটাকে নামাইয়া দিল

মোহন। যাও, ওপরে চলে যাও।

লিলি। মিনিদির কি হবে?

ললিত। মোহন!

মোহন। বলুন।

ললিত। ক্রেন ঘোরাতে পারবে?

মোহন। পারব!

ললিত। এস, তোমায় দেখিয়ে দি। তারপর আমি নেমে যাই।

লিলি। তুমি!

ললিত। মিনতিকে নিয়ে আসি।

লিলি। না, না, তোমাকে আমি যেতে দোব না।

ললিত। মিনতির কি হবে, লিলি?

লিলি। কেন সে আসচে না? ইচ্ছে করে কেন সে বিপদ বরণ করে নেবে?

ললিত। হয়ত সে আসবে না।

মোহন। হয়ত তিনি এবার আসবেন।

বলিয়া বাকেটটা নামাইয়া দিল

ললিত। শুধু এইবার আমি দেখব, লিলি।

ললিত আবার ক্রেনের কাছে ছুটিয়া গেল

লিলি। মোহন!

মোহন। বলুন কি করতে হবে।

লিলি। তুমি ওপরে যাবে না?

মোহন। না, নীচে যাব। মিনতি দেবী এবার না এলে আমি নীচে গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসব।

লিলি। তুমি কেন যাবে, মোহন?

মোহন। যাব তাঁকে শ্রদ্ধা করি বলে।

লিলি। মোহন!

মোহন। বলুন।

লিলি। তুমি বলেছিলে তুমি ক্রেন ঘোরাতে পার।

মোহন। পারি বৈকি!

লিলি। তুমি যাবে সেই কাজে?

মোহন। আপনি বল্লেই যাব।

লিলি। তুমি গিয়ে সাহেবকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে?

মোহন। এখুনি যাচ্ছি আমি।

যেদিকে ললিত ছিল সেই দিকে অগ্রসর হইল

লিলি। মোহন, শোন।

মোহন ফিরিয়া আসিল

সাহেবকে কেন পাঠিযে দিতে বল্লুম, জান?

মোহন। জানি। এ-সময়ে তাঁর আপনার কাছে থাকা ভালো বলে।

লিলি। তুমি বুঝেচ, মোহন।

মোহন। আগেকার মত আমি আর বোকা নেই।

লিলি। হয়ত এখুনি একটা কিছু হয়ে যাবে। যতটুকু কাল বেঁচে থাকব আমি তাঁর পাশেই থাকতে চাই, মোহন।

মোহন। আমি বুঝেচি। এখুনি তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মোহন যাইতে উদ্যত হইল

লিলি। সেদিন বড় কড়া কথা বলেছিলুম! তার জন্য ক্ষমা কোরো।

মোহন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শুনিল, তারপর কহিল

মোহন। সেদিন আপনারা আমাকে মানুষ হতে শিখিয়েচেন। তার জন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

মোহন চলিয়া গেল

লিলি। মোহন আজ সত্যই মহান্।

একটি দাঁতহীন বৃদ্ধা আসিয়া লিলির সম্মুখে দাঁড়াইল

তুমি কে ?

বৃদ্ধা। কাদের বউ গা তুমি ?

লিলি। এটা আমাদেরই খনি।

বৃদ্ধা। পুড়ে যাবে! ছাই হয়ে যাবে!

লিলি। কি পুড়ে যাবে ?

লিলি ভয়ে পিছাইয়া গেল

বৃদ্ধা। এই যা দেখচ সব কিছু। তিন—তিনটে খনি আমি এম্নি করে পুড়তে দেখেচি। এটাও দেখতে এলুম, এটাও যাবে। নীচে যারা আছে, তারা আর উঠবে না। ওই যে আগুন, ও আগুন আর নিভবে না! আমি দেখেচি কিনা!

লিলি। তুমি কি চাও ?

বৃদ্ধা। কিছু না। দেখতে এসেছিলুম, দেখে গেলুম! তুমি বাছা আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকোনা। দুম করে আওয়াজ হবে আর সব ফুরিয়ে যাবে। দেখেচি কিনা, তাই বলে গেলুম।

বৃদ্ধা চলিয়া যাইতে উদ্যতা হইল। ললিত দ্রুত আগাইয়া আসিল

ললিত। কে যায়? কে!

বৃদ্ধা ফিরিয়া দাঁড়াইল

তুমি কি চাও এখানে?

বৃদ্ধা। দেখতে এসেছিলুম, দেখে গেলুম—আর বেশীক্ষণ নয়।

বৃদ্ধা চলিয়া গেল

লিলি। আচ্ছা, সব লোক কি পাগল হয়ে গেল?

ললিত। এম্নি বিপদে মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায়।

লিলি। এ বিপদ কখন কাটবে?

ললিত। হয়ত কাটবে না।

লিলি। ওগো, আর কি হবে?

ললিত। যা হবে, তা ত হবেই লিলি। তুমি বল, আমাকে কেন ডেকে পাঠিয়েচ?

লিলি। শেষের সেই সময়ে তোমাকে কাছে পাব বলে।

ললিত। তোমার ভয় হচ্ছে লিলি?

লিলি। না। তুমি পাশে রয়েচ, আমার কিসের ভয়?

ললিত। যদি আর উপরে উঠে যাওয়া না হয়?

লিলি। তাতেই বা ক্ষতি কি।

ললিত। হয়ত এইখানে এক সঙ্গেই হবে আমাদের সবার সমাধি—আমার, তোমার, মিনতির, মোহনের আর আমার ওই মজুরদের।

লিলি। ওদের নীচে ফেলে রেখে আমরা কেমন করে পালাব? আমাদেরইত আশ্রিত ওরা।

ললিত। কিন্তু আমি ঠিক জানি লিলি, আমার কর্ম্মচারীরা সকলে মিলে যদি চেষ্টা করত, তাহলে বহুলোককে তারা বাঁচাতে পারত।

লিলি। চেষ্টা কেন তারা করচে না?

ললিত। প্রাণের ভয়ে সবাই পালিয়েচে।

লিলি। দ্যাখ, এইবার হয়ত মিনিদি আসচে।

ললিত। আমার ভয় হচ্ছে লিলি, মিনতি হয়ত আর আসবে না।

লিলি নীচের দিকে ঝুঁকিয়া দেখিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল

লিলি। আসেনি ত!

ললিত। নীচের একটি লোককেও ফেলে রেখে সে উঠে আসবে না —আমি তাকে জানি।

লিলি। কিন্তু সব লোককে তোলবার সময় কি সে পাবে?

ললিত। না।

লিলি। তবে?

ললিত। এবার আমিই নেবে যাব।

লিলি। তুমি গেলেই কি সে আসবে?

ললিত। একবার চেষ্টা করে কেন না দেখব?

বাকেট পিটের মুখের কাছে আসিল, লোকটাকে নামাইয়া দিয়া ললিত কহিল

যাও, ওপরে চলে যাও।

লোকটা চলিয়া গেল। ললিত বাক্সেটের চেন ধরিল

ললিত। এবার লিলি।

লিলি। এবার···কি ?

ললিত। এবার···বিদায়।

লিলি। না, না, ও-কথা তুমি বোলো না।

ললিত। মিনতি যদি আসে তাহলে সে এক সর্ত্তে আসবে, লিলি। সে বলবে একটি লোকও নীচে থাকতে সে ওপরে উঠবে না। যদি প্রতিশ্রুতি দি একটি লোকও নীচে থাকতে দোব না, তাহলে—

লিলি। তাহলে···ভাবচ, সে উঠে আসবে তোমাকে ফেলে ? মিনিদি তা আসবে না ! আর তুমি যদি নীচে যাও, তুমিও আসবার অবসর পাবে না।

ললিত। তাহলেও কি আমাকে যেতে হয় না, লিলি ? মিনতি নীচে পড়ে থাকলে তুমি, আমি, আমরা কেউ কি স্থির থাকতে পারি ?

লিলি। না, তা পারি না।

ললিত। তবে কেন আমি যাব না ?

লিলি। যুক্তি দিয়ে তা আমি তোমায় বোঝাতে পারব না—তবুও আমি বলব তুমি যেও না, ওগো, তুমি যেয়ো না।

ললিতের কাঁধে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। মোহন আগাইয়া আসিল

মোহন। মিনতি দেবী এবারও এলেন না ?

ললিত। না মোহন, এবারও সে এলো না।

লিলি। আমাদের সবারই যখন একই পরিণতি, তখন কারু আসা-না-আসাকে বড় করে দেখে কি হবে ?

মোহন। আপনি কি বলচেন ?

লিলি। বলচি এই কথাই মোহন যে, আজ আমাদের কারু নিস্তার নেই। নীচে মিনিদির যা হবে, এখানে আমাদেরও ঠিক তাই-ই হবে। সবাই আমরা মরব। তাই, কখন কে কি ভাবে মরব, সেই আলোচনায় সময় নষ্ট না করে, যে কটি লোককে বাঁচাতে পারি তার চেষ্টা করাই কি ঠিক নয় ?

ললিত। মোহন, তুমি ক্রেনে যাও।

মোহন। ক্রেনটা আপনি একটিবার দেখে আসবেন ?

ললিত। কেন, খারাপ হয়ে গেছে নাকি ?

মোহন। একটিবার দেখে এলেই ভালো হয়।

ললিত। বেশ, আমি এখুনি দেখে আসচি।

ললিত ছুটিয়া গেল

লিলি। ক্রেনটাও কি খারাপ হয়েচে, মোহন ?

মোহন। না।

লিলি। তবে তুমি মিথ্যে কথা বলে সাহেবকে সরিয়ে দিলে কেন ?

মোহন। সাহেবকে সরিয়ে না দিলে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোত না।

লিলি। আবার কি উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি এখানে এসেচ, মোহন ! বল তুমি। তোমাকে তা বলতেই হবে।

মোহন। আপনাকে বলব বলেই ত সাহেবকে সরিয়ে দিয়েচি। শুনুন।

লিলি। বল।

মোহন বাকেটটা পিটের মুখে টানিয়া এক পা বাকেটে তুলিয়া দিল

ও তুমি কি করচ মোহন ?

মোহন। এই করব বলেই ত সাহেবকে সরিয়ে দিলুম—আমি চল্লুম নীচে মিনতি দেবীকে সঙ্গে না করে আর ওপরে উঠবনা।

লিলি। মিনতি তোমার কে ?

মোহন। যে আমাকে মানুষ হতে শিখিয়েচে, সে আমার আরাধ্যা।

লিলি। না, না, মোহন, তুমি যেয়োনা।

মোহন। আর যদি না ফিরি, তাহলেও এই মোহনকে মনে রাখবেন।

মোহন বাকেটে উঠিল, বাকেট হু হু করিয়া নীচে নামিয়া গেল

লিলি। মোহন! মোহন!

ললিত দৌড়াইয়া আসিল

ললিত। কি হযেচে লিলি, মোহন কোথায় ?

লিলি। মোহন নীচে নেমে গেল !

ললিত। নীচে নেমে গেল !

লিলি। হাঁ বলে গেল, মিনিদিকে সঙ্গে না নিয়ে আর সে ওপরে উঠ্‌বেনা।

ললিত। আম্মাবই কর্ত্তব্যের বোঝা মোহন তার কাঁধে তুলে নিল।

লিলি। মোহন যদি বলে যে সে ওপরে উঠবেনা, তাহলে মিনিদি নীচে থাকতে পারবেনা। আর মিনিদি উঠে এলে, মোহনও নীচে থাকবেনা। নীচের মজুরদের জন্য মোহনের কোন মাথাব্যথা নাই।

ললিত। লিলি! শুন্তে পাচ্ছ!

লিলি। হাঁ, নিচে যেন কী একটা ভীষণ কাণ্ড ঘটচে।

ললিত। লিলি!

লিলি। শেষের সেই সময় কি সত্যই ঘনিয়ে এল?

ললিত। লিলি! এখনও তুমি ওপরে চলে যাও। ওপরে তোমার মা আছেন, তোমার বাবা আছেন।

লিলি। আর এখানে যে আছেন আমার স্বামী!

ললিতকে জড়াইয়া ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ একট explosion—দারুণ আর্ত্তনাদ, তারপর সব স্থির, ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন।···ক্রমে ধোঁয়া কাটিয়া গেল।

ললিত। লিলি! লিলি!

লিলি। স্বামী।

ললিত। তুমি আর আমি ছাড়া কেউ হয়ত বেঁচে নাই।

লিলি। মিনিদি? মোহন? ওরা সব?

ললিত। কেউ নয়, লিলি। এর পর নীচে কেউ বেঁচে থাকতে পারেনা।

লিলি। কিন্তু আমরা কেন বেঁচে রইলুম? তুমি আর আমি এক সঙ্গে ছিলুম বলেই কি?

ললিত তাহার মুখের দিকে চাহিল তারপর কহিল

ললিত। হয়ত তাই।

লিলি। হয়ত আমাদের মিলনে বিচ্ছেদ ঘটাতে মৃত্যুরও মায়া হোলো।

ললিত। সর্ব্বস্ব দিয়ে আজ তোমাকে পেলুম। কিন্তু আমাদের এই মিলনে সব চেয়ে যে সুখী হোতো, সে আজ কোথায় রইল, লিলি!

লিলি। তুমি ঠিকই বলেছিলে। ধূপের মতো নিজেকে পুড়িয়ে মিনিদি আমাদের আনন্দের অধিকারী করে গেল।

ললিত। মিনতি মানবী নয় লিলি, মিনতি দেবী।

লিলি। এস এই শ্মশানে একসঙ্গে উদ্দেশে তাকে প্রণাম করি।

দুইজনে মাটিতে মাথা নুয়াইয়া প্রণাম করিল—ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িল।

পরিচালক—শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীত রচয়িতা—শ্রীপ্রণব রায়

সুর-শিল্পী—শ্রীতুলসী লাহিড়ী

প্রযোজক—দি ষ্টেজ প্রোডিউসার্স

সঙ্গীত—শ্রীঘণ্টেশ্বর পরামাণিক
শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমথুরানাথ শেঠ
শ্রীবসন্ত মুখোপাধ্যায়

স্মারক—শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

মঞ্চ-শিল্পী—শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস (নান্টুবাবু)

আলোক-শিল্পী—
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ
শ্রীসন্তোষকুমার গাঙ্গুলী
শ্রীশঙ্করকুমার ভট্টাচার্য্য
শ্রীদুলালচন্দ্র দাস

প্রথম রজনীর অভিনেতৃগণ

মিঃ দাস—শ্রীসন্তোষ সিংহ
মিসেস্ দাস—শ্রীমতী পদ্মাবতী
লিলি—শ্রীমতী রাণীবালা
মিনতি—শ্রীমতী উষা দেবী
ললিত—শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
মোহন—শ্রীজহর গাঙ্গুলী
শান্তা—শ্রীমতী বেলা
পার্ব্বতী—শ্রীমতী জ্যোতি
পরিচারিকা—শ্রীমতী মহামায়া
১ম কর্ম্মচারী—শ্রীবিজয় মজুমদার
২য় কর্ম্মচারী—শ্রীশান্তি দাস গুপ্ত
৩য় কর্ম্মচারী—শ্রীশান্তি ভট্টাচার্য্য
সর্দ্দার—শ্রীবিজয়কার্ত্তিক দাস
বৃদ্ধা—শ্রীমতী সরস্বতী